Vol. 7 | No. 2 | 1963

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ সঙ্কলন

Volume	7
Issue	2
Year	1963
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	December 16, 1963
DOI	10.62328/sp.v7i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v7i2.2
Pages	26-85
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ স

Check for updates

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল

প ঃ

পইপই—ক্রমাগত। ফা· পঈপঈ (বা পঈ দর্‌ পঈ)। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ আমি তোমাকে পই পই করে বারণ করিনি ?

পইমাল—পয়মাল দ্রষ্টব্য।

পগার, পাগার—গর্ত্ত, খানা-ডোবা, নালা। ফা· পইঘার্‌ (সং প্রগর্ত্ত)। তুঃ রূপরাম, ধর্মমঙ্গল ঃ দিশা করে চৌদিগ রাখিনু কোন খানে। পগার খন্দক খালে খোঁজে চারি পানে।

পছন্দ—পসন্দ দ্রষ্টব্য।

পঞ্জা—পাঞ্জা দ্রষ্টব্য।

পনা, পানা, -ই— আশ্রয়স্থল। ফা· পনাহ। যেমন, জাহাঁপনা ঃ জাহান দ্রঃ। তুঃ প্রা· বা· পত্র সঙ্কলন ঃ আমার খুব জানা আছে জে সরকারের হেমাএতী ও পানার রাইয়ত লোকের পর কোনমতে খলল না হয় এমত আপনকার মনস্থ আছে। পুনঃ কাব্য-আমপারা ঃ

ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে,
শরণ যাচি, পানাহ মাগি তাহার তরে।

পনির—সংরক্ষিত ছানা (cheese)। ফা· পনীর্‌।

পয়গাম—সংবাদ বা সুসংবাদ। ফা· পয়গাম্‌। -বর—সংবাদ বাহক। পেগম্বর দ্রষ্টব্য।

পয়জার—চটি জুতা ফা· পয়জার্‌। তুঃ বঙ্কিম ঃ "তোমার মুখে সাত পয়জার মারিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব। পুঃ নরসিংহ বসু, ধর্মরাজের গীত ঃ আমি আনু মোকে বেটা করিল নিরাশ। শুঁড়ীর মাথায় মার পয়জার পঞ্চাশ ॥

পয়দা—প্রকাশ, সৃষ্টি। ফা· পঈদা। তুঃ মো· খাতের, জহুরা নামা ঃ আলম করিল পয়দা আঠারো হাজার।

পয়পয় — বারবার, ক্রমাগত। ফা. পয়াপয়ঃ পইপই দ্রঃ।

পয়মাল. পইমাল, পায়মাল—পদদলিত, নষ্ট। ফা. পায়মাল্‌ তুঃ গোরাঃ আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তা হলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ এইরূপে কাঁদে চাষা হাতীর পইমালে।

পয়স্তি — সংলগ্ন, সম্বন্ধযুক্ত। যেমন, পয়স্তি চর—নদী ভাঙ্গিয়া যে চরার সৃষ্টি হয়। ফা. পীৰস্তা—স্থায়ীভাবে, সন্নিকটবর্তী।

পর — পাখা, ডানা। ফা. পর্‌। তুঃ প্র. না. ঠাকুর, দশকুমার চরিতঃ সাদা পর-ওয়ালা লাল-ঝোঁটন মোরগটারই জয়।

পরওয়ানা, পরণা — আদেশপত্র। ফা. পর্‌ৱানহ। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ পরওয়ানা পড়িয়া মিথ্যা নালিশ জন্য রাগে কাঁপিতে লাগিল। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ আর্জি পাইয়া মুনাপ কাজির রাগ হইল ভারি। ভোলারে আইন্‌তে পরণা কইল্ল জারি॥

পরকালা,-কোলা — আলোর ছটা বা ঝলক। ফা. পর্‌কালহ। তুঃ মহানিশা কিছুক্ষণ চশমার পরকলাখানার মধ্য হইতে ক্ষণকম্পিত দীপশিখার নর্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শাঃ "মশাই আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েছে, হয় চশমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।"

পরগণা — জিলার অংশবিশেষ, গ্রামের সমষ্টি। ফা. পর্‌গনহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থঃ শুন শুন পরগনার রাজা ওগো কহি যে তোমারে। ভিক্ষা করিতে আইলাম আমি তোমার নগরে॥

পরচা — সংবাদপত্র, কাগজের টুকরা। ফা. পর্চ্হ। তুঃ গোপাল হালদার মুদ্রাদোষঃ সেই সওদার জন্যই চাই তাদের পর্চা—চাই সংবাদপত্র—বণিক রাজার বিজ্ঞাপনী।

পরণা — পরওয়ানা দ্রষ্টব্য।

পরদা — আবরণ। পর্দহ। -নশিন— যে অন্তঃপুরে অবস্থান করেঃ নশিন দ্রঃ। তুঃ অপসরণঃ এ মেয়ে বাইরে পর্দা মানে না, ভিতরে ঘোর পর্দানশীন।

পরদাজ — সম্পাদনকারী। ফা. : পর্দাজ্ ঃ কারপর্দাজ দ্রঃ।

পরহেজ — সংযম। -গার — সংযমী, সাধুব্যক্তি। ফা. পর্হীজ্ গার্। তুঃ ঢে°া. চ. মানস ঃ গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাউ থেকে পরহেজ।

পরাস — ফরস দ্রষ্টব্য।

পরিশান, পেরেশান, পেরাশন — দুঃখ-যাতনাগ্রস্ত, ব্যথী। ফা. পরীশান্। -ই—দুঃখ-যাতনা, ব্যথা। ফা. -ঈ। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ শোন শোন মনের কথা চিকন গোয়ালিনী। আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশনি॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ আমার ঘরেতে তোর নাই আর জাগা। বড় পেরেশান দিলি, পাইলাম বড় দাগা॥ অথবা, বিমল মিত্র, জেনানা সংবাদ ঃ ক'দিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম।

পরী — (কল্পিত) সুন্দর নারী বিশেষ। ফা. পরী। তুঃ জোড়া স°াকোর ধারে ঃ আর একটি জায়গা, সেটি আমার পরীস্থান।

পরোয়া — ভয়, যত্ন, চিন্তা। ফা. পর্ব্বা বে-পরোয়া দ্র ঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ পিণ্ডির পরোয়া করে কোন সুস্থ বুদ্ধির লোক?

পরোয়ার — পালক, তত্ত্বাবধায়ক। ফা. পর্বর্। -ইশ- তত্ত্বাবধান। -দা, পৈর্দা — যত্নপ্রাপ্ত। ফাঃ পর্বরিশ এবং পর্ব্দহ। -দেগার — পালক। ফা. পর্ব্দগার্। তুঃ মো. খাতের. লয়লা মজনু ঃ মোর ভাগ্যে ইহা লিখিয়াছেন পরওয়ারে। মজনু আমার পতি আওল্ আখেরে॥ পুঃ তারাশঙ্কর, মাটি ঃ মেহেরবানী করে গরীবকে বলে দাও তো গরীব পরবর! অথবা পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ পালা-পৈর্দা করে যত উজির নাজিরগণে। রাজ্যতি করে তারা জানিয়া আপনে॥ আবার, মো. খাতের, জহুরা নামা ঃ এলাহি আলামিন আল্লা পরোয়ারদেগার। আলম করিলা পয়দা আঠারো হাজার॥

পলতে, পলিতা — প্রদীপের বর্তিকা, সলিতা। ফা. পলীতহ। তুঃ রবীন্দ্র, মানসী (বঙ্গ-বীর) ঃ শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে—

পাটের পলিতে-সম।

পশম — মেষ-লোম। -ইনা- পশমের ন্যায়। ফা. পশ্ম্; -ঈনহ। তুঃ নৌকাডুবি ঃ তাহারই সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্ত

রচিত পশমের কারুকার্য। পুঃ ব্যথার দানঃ সে-হেনা তার কস্তূরীর মত কালো পশমিনা অলক-গোছা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—।

পশিমান, পেশমান, পেশিমান — অনুতপ্ত, ব্যথাতুর। ফাঃ পশীমান্।

পসন্দ, পছন্দ — মনোমত। ফা. পসন্দ্। -সই — ঠিক মন-মত। ফা. পসন্দ-ই-স্বহী। সই দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহঃ আমার যা আছে, দেখাই, পসন্দ করিয়া লও। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ রাজার পসন্দ যারে সেই পড়ে ফেরে। দেখিলে সুন্দরী নারী আন্যা বিয়া করে॥ অথবা, রবীন্দ্র, গোড়ায় গলদঃ কি রকম মেয়ে মানুষ তোমার পসন্দসই?

পস্ত — পুস্ত দ্রষ্টব্য।

পহরা, পাহারা — পর্যবেক্ষণাধীন। ফা. পহরহ (সং প্রহর—আ)। তুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলনঃ আমারে ময়মতালিকান পহরাতে কএদ করিয়া রঙ্গপুরে রাখে।

পহ্‌লান — পালোয়ান দ্রষ্টব্য।

পা — চরণ। ফা. পা (সং পদ)। —দান—পা রাখিবার স্থান; অথবা, যাহাতে পা রাখিয়া গাড়ী বা ঘোড়ার উপর উঠিতে হয়। দান দ্রঃ। —পোষ — পা মুছিবার আস্তরণ বিশেষ; ফা. পা-পূশ্। তুঃ লীলাবতীঃ দ্বারের কাছে পাপোষ পাতা। পুঃ সা. বি. গোলামঃ আর ইয়াসিন সহিস পেছনে পাদানির উপর দাঁড়িয়ে সাবধান করছে সবাইকে।

পাইক — পদাতিক, সংবাদবাহক। ফা. পইক্। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ এদিকে মহাজন ওদিকে জমিদারের পাইক। পুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্যঃ

পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি দিনে।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তার সনে॥

পাইকস্তা, পায়কস্তা — যে জমি অন্য গ্রামের কৃষক চাষ করে। ফা. পয়-কস্তহ। তুঃ সংবাদ প্রভাকরঃ···· ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়ম বলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে।

পাইকার — থোক বিক্রেতা, সম্মিলিত। ফা. পইকার্—কাজের অনুসন্ধানে।
তুঃ পাইকারি জরিমানা — যে অর্থদণ্ড কোন সাধারণ বা সম্মিলিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। পুঃ রবীন্দ্র, রচনাবলী (১০ম খণ্ড, প্রসঙ্গ কথা): পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চা-বাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাট জোগানের পইকর, এবং লাংকাশিয়ারের খরিদ্দার। অথবা, ঐ, আত্মশক্তি: খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আবার, ঐ পরিচয় (ভগিনী নিবেদিতা): মানুষের মত চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারিভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই।

পাইখানা — পায়খানা দ্রষ্টব্য।

পাওজামা — পাজামা দ্রষ্টব্য।

পাঁজা — পাজা দ্রষ্টব্য।

পাক — পবিত্র। ফা. পাক্: যেমন, পাকিস্তান (পবিত্র ভূমি)। তুঃ জিঞ্জির।
এসম-আজম তাবিজের মত আজো তব রুহু পাক — তাদের ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক?
পাগার—পগার দ্রষ্টব্য।

পাজা, পাঁজা — আগুনে পোড়াইবার জন্য সজ্জিত ইষ্টকরাশি, ইষ্টকের স্তূপ। ফা. পজ.াব্। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে: তারপরই কোতরঙের ইটখোলা — সেখানে পাহাড়ের মতো ইটের পাঁজায় আগুন ধরিয়াছে, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে আস্তে আস্তে আকাশে।

পাজামা, পায়জামা, পাওজামা — এক প্রকার পরিচ্ছদ, পায়ের আচ্ছাদন বিশেষ। ফা. পা-জামহ: জামা দ্রঃ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল: পাওজামা নিমা পরি কটিবন্ধ। হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ॥ পুঃ রবীন্দ্র, জীবনস্মৃতি: অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন।

পাজি — নীচ, দুষ্ট। ফা. পাজী। তুঃ রবীন্দ্র, পুরাতন ভৃত্য: মহাকলরবে গালি দেই যবে, 'পাজি হতভাগা গাধা'—।

পাঞ্জা, পঞ্জা — থাবা, মুষ্টি। ফা. পন্‌জহ (বা পাঁচের সমষ্টি)। তুঃ অগ্নিবীণা ঃ করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা, আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা।

পুঃ রাজসিংহ ঃ চিঠি-পত্র দিব না, যাহা বলিবে, আমার নাম করিয়া বলিবে, আর আমার এই পাঞ্জা দেখাইবে, তিনি বিশ্বাস করিবেন।

পাৎশা, পাত্‌শা, পাদশা, পাদশাহ — রাজা, সম্রাট্। ফা. পাদ্‌শাহ বা বাদ্‌শাহ ঃ বাদশা দ্রঃ। তুঃ চৈ. চরিতামৃত ঃ "হরি হরি" বলি হিন্দু করে কোলাহল। পাদশা শুনিলে আমার করিবেক কোতল ॥

পাদান — পা দ্রষ্টব্য।

পানা — পনা দ্রষ্টব্য।

পাপোষ — পা দ্রষ্টব্য।

পায়কস্তা — পাইকস্তা দ্রষ্টব্য।

পায়খানা, পাইখানা — মলত্যাগের স্থান। ফা. পইখানহ। তুঃ অপসরণ ঃ বড়লাটের পায়খানার মেথর যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নাই। পু. পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ এই কথা বলিয়া রামায় পাইখানাতে গেল। বাড়ীর পূর্ব দ্বার দিয়া কালার বাড়ীতে গেল।

পায়জামা — পাজামা দ্রষ্টব্য।

পায়মাল — পয়মাল দ্রষ্টব্য।

পায়া — সে-পায়া দ্রষ্টব্য।

পারসি — ফার্সি দ্রষ্টব্য।

পালোয়ান, পহলান — কুস্তিগীর, বীর। ফা. পহলুবান্। -ই — শারীরিক শক্তি। তুঃ খাই খাই ঃ পালোয়ান খায় দেখ ডিগবাজি কুড়িটা। পুঃ মনসা বিজয় ঃ পহলান যত ছিল বলে মহাবল। বামনি বুড়ির বাদে মজিল সকল॥ অথবা, রবীন্দ্র, চিঠি-পত্র ঃ পালোয়ানিকে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বড়ো মনে করিত না।

পাহারা — পহরা দ্রষ্টব্য।

পিয়াজ, পেয়াজ, পেঁয়াজ — তরকারী বিশেষ। ফা. পিয়াজ্। -ই — পেয়াজ সংযোগে ভাজা। ফা. -ঈ। তুঃ পদ্মপুরাণ ঃ

রসুন পেয়াজ ধরি শতগুণে জউ ভরি
কর্পূর বদলে বাখর।

পুঃ বা. প্রবাদ ঃ এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম চাচা, মোল্লা হলে কবে। অথবা, রবীন্দ্র, চিঠি-পত্র ঃ যেন পেঁয়াজ-রসুনের খেতের মধ্যে বাস করিতেছে এবং তোমার নাতি-পুতিরাই তাহার এক একটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। আবার নীলদর্পণ ঃ কেমন তোরাপ, পেঁয়াজ পয়জার দুই তো হল (অর্থাৎ জাত যাওয়া ও জুতা খাওয়া)। বা, শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা।

পিয়াদা — পেয়াদা দ্রষ্টব্য।

পিয়ালা, পেয়ালা — পান করিবার পাত্র। ফা. পিয়ালহ। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ সাকীর শারাবের পিয়ালার পরে। সকরুণ অশ্রুর বেলফুল ঝরে।।

পিরাণ, পিরান, পিরাহন — জামা। ফা. পীরাহন। তুঃ প্রভাতকুমার, হীরালাল ঃ বহুকালের একটা পিরাণ ছিল তাহা গায়ে দিল।

পিরালী, পীরালী, পিরিলি — (জাতচ্যুত) ব্রাহ্মণ বিশেষ। ফা. পীর্'আলী (অর্থাৎ 'আলী বংশীয় পীর বা গুরু হইতে উদ্ভূত)। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্শা ঃ সভাপতি মহাশয় সরপটে পিরিলীর বাড়ির বিদেয় নেওয়া ও বিধবাদলের এবং বিপক্ষদলের ব্রাহ্মণদের নাম কাটচেন; অনেকে তাঁর পা ছুঁয়ে দিব্যি গালচেন যে, তাঁরা পিরিলীর বাড়ি চিনেন না।

পিল, ফিল — হাতী, দাবা খেলার গুটি বিশেষ। ফা. পীল্। -খানা — হাতীশালা ঃ খানা দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় ঃ পিল ঘোড়া সাজে যত সাজে ফৌজগণ। সাজ সাজ রব হইল রণের কারণ। পুঃ পুরুষোত্তম, মনসামঙ্গল ঃ ঘোড়ার পাইকশালে ঘোড়া না রহিল, হস্তীশূন্য পিলখানা।

অথবা, রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

ফিলখানা তার আগে চিত্তে চমৎকার লাগে
নীলগিরির তুল্য করিবর।

পিলসুজ — দীপাধার। ফা· পতীলসোজ্। তুঃ যোগাযোগ: পিলসুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পূর্বদিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে।

পীর — মুসলিম সন্ন্যাসী বা গুরু। ফা· পীর্। তুঃ চৈ· চরিতামৃত, মধ্য :

সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর ;
কাল বস্ত্র পরে সেই, লোকে কহে পীর।

পীরালি — পিরালি দ্রষ্টব্য।

পুচ, পুছ — অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা। লক্ষণীয় বাঙলা কাব্যে ব্যবহৃত পুছই, পুছসি ইত্যাদি। ফা· পুর্স্ (পুর্সিদন্ ক্রিয়া হইতে: তুঃ সং প্রশ্ন)। তুঃ ঢোঁ· চ· মানস : এমনি তো কোন পুছ নেই তাদের, কাজ আটকালে এনজিনিয়র সাহেবের মনে পড়ে তাদের কথা।

পুছার — প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। ফা· পুর্সাঈ (পুর্সিদন ক্রিয়ার ক্রিয়া-বিশেষ্য)। পুচ দ্রঃ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৪র্থ : হায়দর বলিল আমি পুছার করিয়া,
তোমারে আমার কইন্যা দিবাম বিয়া।

পুল — সেতু। ফা· পুল্। -সিরাৎ — বৈতরণীর খেয়া, স্বর্গে যাইবার রাস্তা। সিরাত দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, নদী : কোথাও সাদা পাথরের পুলে,
নদী বাঁধিয়াছে দুই কুলে।

পুঃ শ্রী·রা, কথামৃত, ২য় : "একদিন শুনলাম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুয্যে বলে একটি লোক আছে—ভক্ত।" অথবা, তোহ্ফা :

নরকের পৃষ্ঠে সাঁকো সে পুল-ছিরাত।
সর্বজন পার হইতে উঠিব তথাত॥

পুশিদা, পুসিদা — লুক্কায়িত। ফা· পূশীদহ। তুঃ রাজসিংহ : কিন্তু তাহা আপনি একটু পুষিদা না হইলে দেখাইতে পারিব না। পুঃ আ· ঘ· দুলাল : বাপকে পুষিদা করে ক্রমে ক্রমে ঘুচিয়া গেল।

পুস্তিন — চর্ম-পরিচ্ছদ। ফা· পূস্তীন্। তুঃ পথে বিপথে, অস্থি : ঠিক সেই সময় একটা লোক, চকচকে কালো ইরানি টুপি, টুপির চেয়ে কালো ঝোলা দাড়ি, মোচড়ানো গোঁপ, চামড়ার পুস্তিন আর সোনা বাঁধা গেঁটে-বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে হাজির হল।

পুস্তু, পুশ্‌তু, পস্তু, পোস্তু — আফগানি স্থানের ভাষা বিশেষ। ফা. পশ্‌তু ফার্সী ভাষার উপভাষা বিশেষ। তুঃ পথে বিপথে, দোশালা ঃ 'অব্‌ শুনিয়ে বলেই আগাসাহেব আরম্ভ করলেন পোস্তু উর্দু ও হিন্দি ভাষার খিচুড়ি একটা আজগুবি গাঁজাখুরি গল্প।

পেঁচ — পেচ দ্রষ্টব্য।

পেঁয়াজ — পিয়াজ দ্রষ্টব্য।

পেকাম্বর, পেগম্বর, পয়গম্বর — ঐশ্বরিক বাণী বাহক, অবতার, সংবাদদাতা। ফা. পৈঘম্বর্‌ ঃ পয়গাম দ্রঃ। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ ভাতের কি কব পান পানির আয়েব। কাজি নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥ পুঃ শূন্য পুরাণ ঃ

ব্রহ্মা হৈল মহামদ্‌ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।

পেচ, পেঁচ, প্যাঁচ — জটিলতা, পাকে ঘুরান লৌহ শলাকা, ঘুড়ির সুতা-কাটাকাটি। ফা. পীচ্‌। তুঃ কালান্তর (বাতায়নিকের পত্র) ঃ শক্তিমান তাই বসে বসে এই ঠাওরাচ্ছে যে শাসনের ইস্ক্রু কলে এমনি করে প্যাঁচ দিতে হবে যে, নালিশ জানাতে মানুষের সাহস হবে না, সাক্ষ্য দিতে ভয় পাবে, ঘরের কোণেও চেঁচিয়ে কাঁদলে অপরাধ হবে। পুঃ লালন-গীতিকা ঃ

ধরিতে পারে অধর সেই অনায়াসে।
মুরশিদ খোদা ভাববে জুদা পড়বি পেচে।

পেয়াজ — পিয়াজ দ্রষ্টব্য।

পেয়াদা, পিয়াদা — পিয়ন, পদাতিক, সংবাদবাহক। ফা. পিয়াদহ্‌। তুঃ পুরুষোত্তম, মনসামঙ্গল ঃ হিন্দুয়ানী হল রাজ্য তোমার কিসের কাজ। পেয়াদা পাইক যত আছে শীঘ্র করে সাজ।

পেয়ালা — পিয়ালা দ্রষ্টব্য।

পেরেসান — পরিশান দ্রষ্টব্য।

পেশ — সম্মুখ, উপস্থাপন, দাখিল, ক্ষমতা। ফা. পীশ্‌। -কবচ — অস্ত্র বিশেষ। কবচ দ্রঃ। -কার — সাহায্যকারী, প্রতিনিধি। কার দ্রঃ। -কোশ, -কস — পারিতোষিক। ফা. পীশ্‌কশ্‌। -ওয়া, পেশোয়া — নেতা,

মারাঠা ধর্মগুরু বিশেষ। ফা. পীশ্‌ব্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ তা না হলে কর্তার মৃত্যুকালে তাঁহার এত পেশ কি প্রকারে হইল। পুঃ ঐ ঃ সে উইল লইয়া আদালতে পেশ করিলে তুমি অছি মকরর হইবে। অথবা, মু. গু. জীবনচরিত ঃ পেস্কারীর বেতন ৫০ টাকা — তার উপার্জনের ত কথাই নাই। আবার, নীলদর্পণ ঃ সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান। বা, অন্নদামঙ্গল ঃ শিরোপা স্বরূপে রায় পেশকোশ দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ্ছ হাতিয়ার।

পুঃ বৃহৎবঙ্গ, ২য় ঃ তিনি ঢাকার বঙ্গেশ্বরকে প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংবা বশ্যতা স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না। আবার, রবীন্দ্র, পুনশ্চ, মুক্তি ঃ আর শুনছিল আরেক জনা গোপনে — বাজিরাও পেশোয়া।

পেশমান—পশিমান দ্রষ্টব্য।

পেশা — স্বভাব, ব্যবসা। ফা. পীশীহ। -কার — বেশ্যা। -দার — স্বভাবগত, ভাড়াটিয়া। ফা. পীশহ্‌-কার্‌, -দার্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কোথাও বা পেশাদার জামিনেরা তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া আছে।

পেশিমান — পশিমান দ্রষ্টব্য।

পেশোয়া — পেশ দ্রষ্টব্য।

পেশোয়াজ — নর্তকীদের জন্য বিশেষ পরিচ্ছদ। ফা. পীশ্‌বাজ্‌। তুঃ য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ঃ একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। পুঃ সধবার একাদশী ঃ ফ্রান্সদেশজাত মদ্য লোভিনি। পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি! অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ পেশয়াজি পরিধানে ডগমগি চায়। কত শত কামাচার তার গৃহে যায়॥

পেস্কার — পেশ দ্রষ্টব্য।

পেস্তা — আরবীয় ফল বিশেষ। ফা. পিস্তহ। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর ঃ কতকগুলি সাহেব দোকাদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন।

পৈর্দা — পরোয়ার দ্রষ্টব্য।

পোক্ত, পোক্তা — পাকা, পরিপক্ক, অভিজ্ঞ। ফা. পুখ্‌তহ — ভর্জিত ঃ পোক্তন দ্রঃ।

পোক্তন — রান্না করা। ফা. পুখ্‌তন্‌। তুঃ সংবাদ প্রভাকর (২. ১১.১২৫৯) ঃ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে নেমক পোক্তন নিবারণ নিমিত্ত রাজপুরুষেরা যে নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে জমীদার ও ইজারদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে।

পোৎদার — পোদ্দার দ্রষ্টব্য।

পোতা — কোরণ্ড, অণ্ডকোষ। ফা. ফূত্বহ।

পোদ্দার, পোৎদার—মুদ্রাপরীক্ষক, টাকা পয়সা রক্ষক, উপাধি বিশেষ। আ. ফূত্বহ (টাকার থলে) + ফা. দার্‌। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ কহে আর রসবতী গালভরা পান। পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান। পুঃ রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ ঃ সংসার মানুষকে পোদ্দারের মত বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া।

পোলাও — ঘৃত ও মাংস মিশ্রিত পক্ক অন্ন। ফা. পিলাব্‌ (সং পলান্ন)। তুঃ রাজসিংহ ঃ খিচুড়ি পোলাওয়ের রাশি রাশি। পুঃ শ্রী.রা. কথামৃত, ২য়ঃ কারুকে পোলাও করে দেন, কিন্তু সকলের পেটে পোলাও সয় না।

পোশাক, পোষাক — পরিচ্ছদ। ফা. পূশাক্‌। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর ঃ

ছিঁড়িয়া গলার হার, নানা রত্ন দিলা আর,
খাস পোষাকের খাসা জোড়া।

পোস্‌ৎ, পোস্ত — অহিফেন গাছের ফুল। -দানা- অহিফেন ফুলের বীজ। ফা. পোস্‌ৎ-দানহ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ পোস্তের বদলে দিবা সোনার ঘুঘুর। পোস্তের যতেক গুণ কহিতে প্রচুর॥

পোস্তা — থাম, ঘাঁটি, নদী-তীরস্থ বাঁধান স্থান। ফা. পশ্‌তহ। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনিটা বেশ করে হাত দিয়ে নেড়ে দেখলে।

পোস্ত — পুস্ত দ্রষ্টব্য।

প্যাঁচ — পেচ দ্রষ্টব্য।

ফ ঃ

ফইজত, ফজিয়ৎ, ফজুৎ — কলঙ্ক, দুর্নাম। আ. ফজ্বিহৎ। তুঃ চৈ. চরিতামৃত, মধ্য ঃ এই অপরাধে মোর কাহাঁ হইবে গতি?
তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক ফৈজতি॥

পু. তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন।

ফইসালা — ফয়সালা দ্রষ্টব্য।

ফক্কর — প্রতারক। ফক্কুরী — প্রতারণা। আ. ফিক্‌রহ — প্রতারণা। ফকির দ্রষ্টব্য।

ফকির, ফকীর — গরীব, ভিখারী, সাধু-দরবেশ, প্রতারক। আ. ফকীর্ — যে সৎচিন্তা (ফক্‌র্) করে। -ই — ফকিরের কাজ। তুঃ ময়নামতীর গান ঃ ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝেলি কাঁথা বেচাঞা। পুঃ শূন্য পুরাণ ঃ

গনেশ হইলা গাজী, কার্তিক হইল কাজী,
ফকীর হইল যত মুনি।

অথবা, রবীন্দ্র: শোধবোধ ঃ এক ফকিরি করতে চাও সে ভালো, আর যদি ভদ্র সমাজে মিশতে হয় তো খরচ করতে হবে।

ফচ্‌কে, ফজ্‌কে — দুষ্ট, ধূর্ত। -মি — শঠতা, দুষ্টামি। আ. ফস্‌খ্ — অনাচার, মিথ্যাচার। ফস্‌কা দ্রঃ।

ফজল—মহানুভবতা, অনুগ্রহ। আঃ ফজ্বল্। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ জলেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ। আল্লার ফজলে তারার বাঁচিল জীবন॥

ফজলি—ফসল দ্রষ্টব্য।

ফজর, ফজির—প্রত্যুষ। আঃ ফজ্‌র্। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থঃ সারা রাইত মশার কামড় সহিয়া সহিয়া। ফজরে আপনার বাড়ীৎ গেল এছাক মিঞা॥ পুঃ রাজ কাহিনী ঃ আলাউদ্দীন ফজিরের নমাজ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন।

ফজিয়ৎ, ফজুৎ—ফইজত দ্রষ্টব্য।

ফড়া, ফাউড়া—কাষ্ঠখণ্ড। ফাঃ ফর্‌অ—বৃক্ষশাখা। তুঃ ক. ক. চণ্ডীঃ

অঙ্গ ছিঁড়িল তুরঙ্গ পাড়িল
হাতের রহিল ফড়া।

পুঃ ঐঃ লইয়া ফউড়া ভেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।

ফতুই, ফতুয়া—পরিধান বিশেষ। ফা. ফতূঃহী। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারতঃ গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা, সযত্নে পাট করা একখানি গামছা। পুঃ হু. প্যাঁ. নক্‌শাঃ পেতলের বড় বড় বোতাম দেওয়া সবুজ রঙ্গের একটি ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল।

ফতুয়া—ফতেহা দ্রঃ।

ফতুর—ফতো দ্রষ্টব্য।

ফতে — জয়, কৃতকার্যতা, পরাজয়। আ. ফৎহ্‌ঃ — জয়। যেমন, কেল্লা ফতে — দুর্গ অধিকৃতঃ কেল্লা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ সে সব বেলকুল ফতে হবে। পুঃ সীতারামঃ যে দিন তিনি মহারাজের হাতে ফতে হইয়া মধুমতীর তীর হইতে প্রস্থান করেন, সেই দিন তাঁহার সঙ্গে পথিমধ্যে আমার দেখা হইয়াছিল।

ফতেহা — ফয়তা দ্রষ্টব্য।

ফতেহা, ফতোয়া, ফতুয়া — (ধর্মীয়) আদেশ। ফা. ফতব্‌া। তুঃ অনুসরণঃ বরং পূর্ণ বিশ্রামের ফতোয়া দিয়ে তারি ইচ্ছা পূর্ণ করবে। পুঃ মৈ. গীতিকাঃ পাড়া-পড়শী মিল্যা সবে কয়বর খুদিয়া। মাটি দিল ফতুয়া মতন জনজা পড়িয়া।

ফতো, ফতুর, ফতুরো, ফোতো — নিঃস্ব, গরীব, দুর্বল। আ. ফুতূর্‌ — দুর্বলতা। তুঃ আ. ঘ. দুলালঃ অন্য কতকগুলো ফতো বড় মানুষ আছে— তাহাদের উপরে চাকণ-চিকণ ভিতরে খ্যাঁড়। পুঃ অপসরণঃ ক্যাপিটেলিষ্ট নেশনগুলো পরস্পরকে ফতুর করবেই। অথবা, দাশরথি রায়ঃ

কুবেরের করে ধন, সব করেছে সমর্পণ,
থাকতে বিষয় বিড়ম্বন — হয়ে বসেছে ফতুরো।

ফতোয়া — ফতেহা দ্রষ্টব্য।

ফন্দ, ফন্দি — ফাঁদ দ্রষ্টব্য।

ফম — ফহম দ্রষ্টব্য।

ফয়তা, ফতেহা — মুসলিম প্রার্থনা। আ. ফাতিহঃহ — মুখবন্ধরূপে কোরানের প্রথম পরিচ্ছেদ (বিশেষ করিয়া প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত)। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বোধ হয় পীরের কাছে কসে ফয়তা দিলে আমার কুদরত আরো বাড়িয়া উঠিবে। পুঃ হরিরাম, চণ্ডীকাব্য ঃ

পীরের ফয়তা পড়ি হাত দিয়া পুছি দাঁড়ি
মসজিদে দেই লইয়া সাজ।

ফয়দা — ফায়দা দ্রষ্টব্য।

ফয়সলা — ফায়সালা দ্রষ্টব্য।

ফরক — ফারাক দ্রষ্টব্য।

ফরগুল — আবরণ, গলাবন্ধ। ফা. ফুর্‌ঘুল্‌। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ নিকটে একজন গুরুমহাশয় কতকগুলি ফরগুল গলায় বাঁধা ছেলে লইয়া পড়াইতেছেন।

ফরছুৎ — ফুরসুৎ দ্রষ্টব্য।

ফরজ — কর্তব্য, ধর্মাদেশ। আ. ফর্জ্‌। যেমন, আল্লার ফরজ — ভগবান - - নির্দিষ্ট কর্তব্য কাজ বা আদেশ।

ফরজন্দ — পুত্র। ফা. ফর্জন্দ্‌। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ পাওজামা নিমা টুপী পরি কটিবন্ধ। হসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ॥ পুঃ নজরুল, রিক্তের বেদন ঃ মা'র মত গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠল, 'ফরজন্দ্‌, ফরজন্দ্‌'।

ফর্‌ত, ফর্দা — প্রসিদ্ধ, চিহ্নিত - যায়গা। আ. ফর্দ্‌। তুঃ সীতারাম ঃ এক খুব বড় ফরদা জায়গায়, সহরের বাইরে, গঙ্গারাম দাসের কবর প্রস্তুত হইতেছিল।

ফর্দ — একক, এক টুকরা কাগজ, লিপি। - আ — পৃথকভাবে। ফা. ফর্দ্‌ ; - হ। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ সদা ভাবে কোন ফর্দ কেমনে গড়ায়।

পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়॥ পুঃ অপসরণঃ শেষ কর তোমার ফর্দ।

ফর্দা — ফর্ত দ্রষ্টব্য।

ফর্দ, ফারদা — আগামী কল্য। ফা. ফর্দা।

ফরফর — ধ্বনিবাচক শব্দ, ব্যস্ততা। ফা. ফর্‌ফর্‌ (সং স্ফুর্‌ —) তুঃ আনন্দমঠ ঃ ফরফর করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে। পুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ বিচার যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়ফড় করে তর্ক করে।

ফরমাই, ফরমায়েস, ফরমাইস, ফরমাশ — আদেশ। ফা. ফর্মাই, ফর্‌মায়িশ্‌। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ বান্দী দাসী আছে যত লেখাজুখা নাই। অনুগত হইয়া তারা মানিবে ফরমাই॥ পুঃ আ. ঘ. ডুলাল ঃ সন্দেশ মিঠায়ের ফর্মাইস নিতে আছে। অথবা, কমলাকান্তের দপ্তর ঃ এ কমলাকান্তি ফলে ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয় — আপনার চাই কি? আবার, রবীন্দ্র, চতুরঙ্গ ঃ আমার উপরে তার সমস্ত ফর্মাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। বা, বা. প্রবাদ ঃ মা বেটে খায় কলমি শাক, বেটার মাথায় ফরমেশে পাগ।

ফরমান — আদেশ। -বরদার — আদেশ বাহক। বরদার দ্রঃ। ফা. ফর্মান্‌। তুঃ নারায়ণ দেব ঃ বাহিল গড়িয়ার থানা, ফরমান করিল মানা,
হাট ঘাট বাজার সকল।

পুঃ গিরিশচন্দ্র, সিরাজদ্দৌলা ঃ দিল্লী থেকে ফরমান আনাচ্ছি। ফরমাহ — আদেশ কর। ফা. ফর্মা। তুঃ অন্নদামঙ্গল :

স্বদেশ রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়,
ফরমান ফরমাহ তায়।

ফরস, ফরাশ, পরাস — ঢালা বিছানা। আ. ফরশ্‌। তুঃ রবীন্দ্র, জুতা-আবিষ্কার ঃ কহিল, "মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধূলা বন্ধ।"

পুঃ পূঃগীতিকা, হয় ঃ পরাস কইরা বইসাছে রাজা লোক লস্করে। হাট যুইড়া বইসাছে গোধা ধর্মের গোচরে॥

ফরসি — একপ্রকার নলটানা হুকা। আ. ফর্‌শী। তুঃ জামাই বারিক ঃ আর এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াব।

ফরাশ, ফর্‌রাশ — চাকর, আর্দালী, বিছানা যে করে। আ. ফর্‌রাশ। তুঃ যোগাযোগ ঃ ফরাশেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, চাঁদোয়া নামাল —।

ফরাক — ফারাখ দ্রষ্টব্য।

ফরাকত — ফারখৎ দ্রষ্টব্য।

ফরিক — বিবাদী। আ. ফরীক্‌। ফারাক দ্রঃ। -আন — বাদী-বিবাদী। আ. ফরীকইন্‌ — ফরীক্‌ শব্দের দ্বিবচন। -আলি, -আর — প্রথম বিবাদী। আ. ফরীক্‌-ই-অব্‌ব্‌ল্‌। তুঃ রামচন্দ্র বাড়ুয্যে, ধর্মরাজের গীত ঃ ধায় সব ফরিখান করি বীরপণা। ফলকু সাজিয়া যায় শত হাতখানা॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ আগু হৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা। করের প্রহারে তার ছিঁড়্যা ফেলে মাথা॥ অথবা, ঘনরাম ঃ

ধানুকি বন্দূকী ঢালী, রায়বেঁশে ফরিকালী,
বাহুত মাহুত সমুদায়।

আবার, ক. ক. চণ্ডী ঃ কত শত ধানকী ফরিকার তবকী
উত্তরোল ছাড়য়ে বাণী।

ফরিব — ফরেব দ্রঃ।

ফরিয়াদ — কান্না, নালিশ। -ই, ফৈরাদী — যে নালিশ করে, বাদী। ফা. ফর্‌ইয়াদ্‌ ; -ঈ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ শ্রীধর মুখুয্যে তাই নিয়ে একদিন ফরিয়াদ করে বলছিল, "বাঙ্গালী বড্ড বেশী প্রাদেশিক"। পুঃ বংশীবদন মনসা মঙ্গল ঃ মিনা কাজি পলাইল গণিয়া প্রমাদ। হাসানের কাছে গিয়া করিল ফৈরাদ॥ অথবা, আ. ঘ. দুলাল ঃ কোথাও বা ফৈরাদিরা নীচে উপরে টঙ্গস টঙ্গস করিয়া ফিরিতেছে।

ফরেব, ফরিব, ফেরেব — প্রতারক, প্রতারণা। -ই- প্রতারণা। -বাজ — প্রতারক। -বাজী — প্রতারণা। আ. ফরীব ; ফা. -বাজ্‌ ; -ঈ। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ ফেরেব ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে। কেবল

আমার গুণে পুত্রমুখ দেখে ॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কখনও ভাবেন — আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেবী মতলবে কেন ফিরিলাম। অথবা, বঙ্কিম বিবিধ প্রবন্ধ ঃ পরাণ মণ্ডল ফেরেববাজ লোক। আবার চাচা কাহিনী ঃ আমি তার বান্ধবীকে বদমায়েশি করে, ধড়িবাজের ফেরেববাজি দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ফলনা, ফলান — অমুক। ফা. ফলান্। তুঃ ধূপছায়া ঃ কেউ যখন বলে, 'ফলনা দেশ ভ্রমণ করতে ভালবাসে'; তখন সে বাক্যে আমি প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই দেখতে পাই বেশী।

ফলসা — এক প্রকার ফল। ফা. ফাল্সহ। তুঃ রবীন্দ্র, গল্পগুচ্ছ (চোরাই ধন) আপনি থেকে ফিরে এসে একদিন দেখি আমার জন্যে সাজানো আছে বরফ-দেওয়া ফলসার সরবৎ, রঙ দেখেই মনটা চমকে উঠে।

ফস্কা — শিথিল, আলগা। আ. ফাসিক — শিথিল; বা অবিশ্বাস্য (ব্যক্তি) ফসকে দ্রঃ। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গিরো। পুঃ সা. বি. গোলাম ঃ আজ আর পিস্তলের গুলি ফস্কে যাবে না তার।

ফস্ত, ফহস — শিথিলতা, আলগা হওয়া। আ. ফঃহস্ — তুঃ অ. কু. সেন, নুরবানু ঃ বিয়ে ফস্ত হয়ে গেছে, অমনি আর তাকে নেয়া যায় না ফিরতি।

ফসল — শস্য, শস্য সংগ্রহ কাল। আ. ফস্‌ল্ — বিভাগ, সময়ের বিভাগ বা ঋতু। -ই, ফজলি — চাষ বা ঋতু অনুযায়ী। তুঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে। ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্তেতে তোলে ॥ পুঃ মহানিশা ঃ এবং একটা আনারস ও ফজলি আম হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ফহম, ফম — ভাব, চিন্তা। অ. ফহম্। তুঃ গোপীচন্দ্রের গান ঃ কতেক দূর যায় হাড়ি কতেক পথ পায়। আর কতেক দূর যাইতে হাড়ি ফম করিয়া চায় ॥

ফহস — ফস্ত দ্রষ্টব্য।

ফাউড়া — ফড়া দ্রষ্টব্য।

ফাঁদ, ফন্দ, ফন্দি — জাল, চালাকি বা চাতুরী। ফন্দিবাজ — চালাক, শঠ। ফা. ফন্দ্, — বাজ্.। তুঃ জ্ঞানদাস, পদাবলী ঃ সখি কি আর কি আর

অনুবাদে। মো পুনি পড়িয়া গেনু ও নয়ান-ফাঁদে॥ পুঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ দেখিয়াঁ তোমার মুখ চান্দে। যমুনাতে পাতিল মো ফান্দে॥ অথবা, মৈ. গীতিকা ঃ বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি। একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি॥ আবার, ভারতচন্দ্র : বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ। করিনু ভালরে হইল মন্দ॥ বা, অবিশ্বাস্য ঃ এঁদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দি ফিকিরের অনুসন্ধানে। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ সিবিলার মত ভিতরে বাইরে সাদামাটা মেয়ে বাচ্চার জন্য ফন্দিবাজ হয়ে উঠলো।

ফাঁস — শিথিল, ব্যক্ত, পরিচিত। ফা. ফাশ্‌। তুঃ আমার গোপন কথাটি ফাঁস করে ভালো করনি।

ফাকা — অনাহার। আ. ফাক্বহ। তুঃ নজরুল, সাম্যবাদী ঃ এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন। বলে, 'বাবা' আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন'॥

ফাছাদ — ফেসাদ দ্রষ্টব্য।

ফাজিল, ফাজেল — পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, চমৎকার, ধূর্ত, বাচাল, বেশী। আ. ফাজ্বিল্‌ — অতি-পণ্ডিত, বেশী। — আমি, ফ্যাজলেমি — বাচালতা, শঠতা। তুঃ সৈ. হামজা, আমির হামজা ঃ কামেল ফাজেল লোগ যত কবিকার। কেহ না করিল কবিতা আখেরি কেচ্ছার॥ পু: নীলদর্পণ ঃ নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়ত গণের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। অথবা, গড়-শ্রীখণ্ড ঃ আলেফ রাগ করে বললো, "থাম ফাজিল, বদবখ্‌ত"।

ফাৎনা -- মাছ ধরিবার জন্য সঙ্কেত চিহ্ন। আ. ফিৎনহ — লোভ দেখান, প্রতারণা। তুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ১ম ঃ মাছ আসিয়া টোপ খাইতে থাকিলে ফাৎনা যখন নড়ে, সে ব্যক্তি যেমন শশব্যস্ত হইয়া ছিপ হাতে ফাৎনার দিকে একমনে চাহিয়া থাকে, কাহারো সহিত কথা কয় না, এ ঠিক সেইরূপ ভাব।

ফানা — অভিভূত, নিবিষ্ট, বিভ্রান্ত। আ. ফনা — সমাধি। — ফল্লা —ভগবানে (সমাধি)। আ. -ফী আল্লাহ।। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ তোমার রূপ দেখ্যা কাজি হইয়াছে ফানা। অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দেব কাঁচা সোনা॥ পুঃ বাউলগান (লালন)ঃ ফানার ফিকির না জানিলে

ভস্মমাখা হয় মস্করা।

অথবা, হারামণি ঃ ও তোমার ফানা-ফাল্লা যখন হবি,

মেছের শা কয় তবে হবি,

আল্লার মকবুল।

ফানস, ফানুস, ফান্নুস — কাগজের বেলুন, আলোকাবরণ। আ, ফানূস্। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ আকাশে ফানুস ভাসে উজ্জ্বল বরণ।

নিশির কুন্তলে যেন মণি দরশন॥

পুঃ রবীন্দ্র মানসীঃ লেখা তো লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের,

সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।

অথবা, পূ, গীতিকা, ৩য় ঃ নদীর কূলে হাবাখানা সুন্দর ভবন।

রাত্রিকালে জ্বলে বাতি ফানুস গঠন॥

ফায়দা. ফয়দা — সুবিধা, লাভ। আ, ফাইদহ। তুঃ আ, ঘ, দুলাল ঃ তেনার সাতে খেসি কামে কি ফায়দা? পূঃ মৈ, গীতিকা ঃ এই কথা শুনিয়া উজির কয় মিয়ার কাছে। কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দা নাই যে আছে।

ফায়সালা, ফয়সলা, — নিষ্পত্তি, বিচার। আ, ফয়স্বলহ। তুঃ আ, ঘ, দুলাল ঃ সাহেব বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়েকটা মারপিটের মকদ্দমা ফয়সালা করিবেন। পুঃ অবিশ্বাস্য ঃ কোনো বিশেষ চিন্তা বা যুক্তি নিয়ে সেটাকে যে তার চরম ফৈসালায় ফেলে গ্রহণ বা বর্জন করবো সে শক্তি আমার ছিল না। অথবা, গড়-শ্রীখণ্ডঃ কথা বলতে বলতেই সে ক্রুদ্ধ হয়েও উঠেছিলো, বললো, "হ্যাঁ, আজই তার ফায়সালা করো।"

ফারক — ফারাক ও ফারিগ দ্রষ্টব্য।

ফারখৎ, -তি — ফারাক দ্রষ্টব্য।

ফারসি, পারসি — পারস্য ভাষা। ফা, ফার্‌সী। তুঃ যোগাযোগ ঃ অনেক দিন থেকে পারসি পড়ার শখ আমার আছে।

ফারাক, ফারাখ, ফরক, ফরাক, ফরাকৎ, ফারখৎ — প্রভেদ, পার্থক্য, দূরত্ব। আ, ফর্ক্, ফিরাক্বৎ, ফুর্কৎ। তুঃ মহানিশা ঃ কামাখ্যার সঙ্গে এই সাগর পারের দেশের এই খানেই আসমান জমিন ফরখ। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত — কোন ফারাক হ'ত না। অথবা, কমলাকান্তের দপ্তর ঃ যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। আবার, চি. প. স. চিত্র ঃ একটা বকনা বাছুর এক বছরের আর আর গরুর সহিত পালে চরিতে গিয়াছিল — রাখাল সঙ্গে ছিল নজদিগ থাকে নাই ফোরক্ত ছিল।

ফারিগ, ফারক — মুক্তি, মুক্ত। আ, ফারিঘ্। -খত, ফারিখৎ, ফারিখতি — মুক্তিপত্র। আ. ফারিঘ্ + খত্ব। খত ও ফারখত দ্রষ্টব্য। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ আমি সকল সমঝিঞা পাইঞা তোমাকে ফারক দিল। পুঃ ঐ ঃ ফারখতি পত্র। অথবা, নজরুল-গীতিকা ঃ দিব্যি স্বর্গ-মার্গে যেত গৌরী দানের মারফৎ। যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফারাখত॥ আবার, আ, ঘ, দুলাল ঃ সত্যের সহিত ফারাখতাখতি করিয়া আদালতে ঢুকিতে হয়।

ফাসেক — লম্পট, লম্পটতা। আ. ফাসিক্। তুঃ মো. খাতের, লায়লা মজনু ঃ এই যে ফরজন্দ পয়দা হৈল আপনাকে। আশকে ছাদেক রবে না যাবে ফাছেকে॥

ফি, ফী — প্রত্যেক, মধ্য, প্রতি। আ. ফী। তুঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ ঃ ডাক্তার রামতরণ বাবু ফি রবিবারে আমাদের দু - ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

ফিকা — ফেকা দ্রষ্টব্য।

ফিকির — চিন্তা, ভাবনা, চালাকি, বুদ্ধি। আ. ফিক্‌র্। - ফন্দি — চালাকি শঠতা। ফন্দি দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ মানব স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেড়োয়। অথবা, ঐ ঃ তোমার ফিকির আমি

বুঝিচি। পুঃ রা. চ. গোপ, ইমামের কেস্‌ছাঃ দোজখ তরিতে বান্দা করহ ফিকির। জাহিরে বাতুনে যইলাম আল্লার জিকির॥ আবার, ক. ক. চণ্ডীঃ ফিকিরে মারিয়া পশু ফাঁদ পাতি বনে। বা, রবীন্দ্র, চতুরঙ্গঃ এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকির-ফন্দি করিত তার সংখ্যা ছিল না।

ফিরিস্তি — বর্ণনা, ক্যাটলগ। ফা. ফিহরিস্ত্‌। তুঃ চাচা কাহিনীঃ আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম।

ফির্দৌস — স্বর্গ। ফা. ফির্‌দৌস্‌। তুঃ নজরুল ইসলামঃ ফির্দৌসের এক মুঠো প্রেম, আজো করে ঝলমল।

ফিরোজ — প্রবাল মুক্তা, ঐ রং বিশিষ্ট। ফা. ফীরূজহ। তুঃ বউ ঠাকুরাণীর হাটঃ বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাত দুইখানি বড়ো মানাইবে।

ফিরোজা — ফেরোজা দ্রষ্টব্য।

ফিল — পিল দ্রষ্টব্য।

ফী — ফি দ্রষ্টব্য।

ফুর্কান — ফোর্কান দ্রষ্টব্য।

ফুরসুৎ, ফরসুৎ, ফরছুৎ — অবসর, সুযোগ। আ. ফুর্‌সৎ। তুঃ অপসরণঃ তখন রুটির জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ফুরসত থাকে না। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ ফরছুৎ লইয়া আমি থাকিবাম কিছু দিন। দেওয়ানগিরি কর তুমি না হইও বিদিন রে॥

ফেকা, ফিকা — মুসলিম ধর্মবিধি ও তৎসংক্রান্ত আইন-কানুন। আ. ফিক্‌হ। তুঃ জিঞ্জিরঃ হাদিস কোরান ফেকা লয়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী। মানে নাক তারা কোরানের বাণী - সমান নর ও নারী॥

ফেরার — পলায়ন, পলাতক, নষ্ট। আ. ফেরার্‌ — পলায়ন। তুঃ বা. প্রবাদঃ বাঘের মাসী বেরাল, আসি বলে ফেরার। পুঃ অপসরণঃ সে টাকা ফেরার হয়েছে দেখে তাদের টনক নড়ল। অথবা, সীতারামঃ কিন্তু আমি তো ফেরারী আসামী—প্রাণ ভয়ে যাইতে সাহস করি না।

ফেরিস্তা — ফেরেস্তা দ্রষ্টব্য।

ফেরেক্কা — বিরোধ, বিবাদ। আ. ফর্ক্, ফুর্ক্হ। তুঃ আ. ঘ. তুলালঃ আমার হামজোলফ খোদাবক্স এ প্রকার ফেরেক্কায় চলিতে বার বার মানা করিতেন।

ফেরেক — ফরেব দ্রষ্টব্য।

ফেরেস্তা, ফেরিস্তা, ফেরেশ্তা — দেবদূত। ফা. ফিরিশ্তহ। তুঃ আ. ঘ. তুলালঃ আর মালুম হয় ফেরেস্তার মাফিক বুঝসমজ।

ফেরোজা, ফিরোজা — উজ্জ্বল, ফিরোজ রং বিশিষ্ট। আ. ফুরুজ্. বা ফুরুজান্। ফিরোজ দ্রঃ।

ফেসাদ, ফাছাদ, ফ্যাসাদ — বিবাদ, ঝঞ্ঝাট। তুঃ মো. খাতের, জহুরা নামাঃ

ঝগড়া ফেছাদ করে গালি নাহি দিও তারে
ঝগড়াতে নাহি প্রয়োজন।

পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ ঝগড়া ফাছাদের আর কোন কার্য নাই। সংক্ষেপে করিব কার্য কহিয়া বুঝাই॥ অথবা, অপসরণঃ সেখানেই তো ফ্যাসাদ। আবার, মহানিশাঃ এ আবার এক মহা ফ্যাসাদ জুটছে দেখ।

ফৈরাদি — ফরিয়াদি দ্রষ্টব্য।

ফোতো — ফতো দ্রষ্টব্য।

ফোয়ারা — প্রস্রবণ, ঝরণা। আ. ফব্আরহ। তুঃ আ. ঘ. তুলালঃ এক এক জনকে একটা নূতন নূতন আমোদের ফোয়ারা খুলিয়া দিতে হইত।

ফোরক্ত — ফারাঘ দ্রষ্টব্য।

ফোর্কান, ফুরকান — কোরান গ্রন্থ। যাহা দ্বারা সদসৎ বিচার করা হয়। আ. ফুর্কান্। তুঃ তোহফাঃ কল্পনা-রচনা নহে সাক্ষী ফোরকান। ইমাম সবের কথা হাদিসে ফরমান।

ফৌজ — সৈন্য, সৈন্যদল। আ. ফৌজ্ — সেনা বিভাগের পৃথক পৃথক দল। —দার— সৈন্যাধ্যক্ষ। দার দ্রঃ। —দারি— সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ, বিচারদণ্ড বিভাগীয়। তুঃ ফৌজদারি আদালতঃ আদালত দ্রঃ। তুঃ পদ্মপুরাণঃ অস্ত্রহাতে ফৌজ যত রূষিল রণস্থলে। পুঃ হরিরাম, চণ্ডীকাব্যঃ দেবাই

দুবাই সাজে দুই সহোদর। তারসঙ্গে ফৌজদার চলিল বিস্তর॥ অথবা আ. ঘ. দুলাল: যাহারা ফৌজদারি মামলা হেতু কয়েদ হয় তাহারা অন্য দিকে থাকে।

ফৌৎ — মৃত, বিনষ্ট মৃত্যু। আ. ফৌৎ — মৃত্যু। তুঃ মনসা বিজয়ঃ

মিঞা যদি ফৌৎ হৈল গোলামের ঘোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।

পু. চি. প. স. চিত্র ঃ জমিদারের ফৌৎ হইয়াছে।

ফ্যাসাদ, ফ্যাঁসাদ — ফেসাদ দ্রষ্টব্য।

ব ঃ

ব — সহিত, দ্বারা। ফা. ব। যেমন, ব-কলম ঃ বকলম দ্রঃ।

বই — বয় দ্রষ্টব্য।

বই — বহি দ্রষ্টব্য।

বএদা — বয়দা দ্রষ্টব্য।

বকৎ, বক্ত, বখ্‌ৎ — ভাগ্য, অদৃষ্ট। আ. বখ্‌ৎ— আ — ভাগ্যবান। ফা. বখ্‌তহ বা বখ্‌তাব্‌র্‌। কম-বকৎ — দুর্ভাগ্য ঃ কম দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ মারা গেল কতশত আমির-উমরা। কেবল তক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥ পুঃ বা. প্রবাদ ঃ

আভাগীর বকৃত,
জোয়ান দেখে ধরলাম ভাতার, সেও হাগে রক্ত।

অথবা, বিয়ে পাগলা বুড়ো ঃ এতদিন পরে জানলেম বুড়ো বিটী আমার মঙ্গলের জন্য মরেচে, বক্তার মাগ মরে, কমবক্তার ঘোড়া মরে।

বকৎ, বক্ত — অক্ত ও হর- বকৎ দ্রষ্টব্য।

বকরা — বকরিদ দ্রষ্টব্য।

বকরা — বখরা দ্রষ্টব্য।

বকরি, বক্রি — বাঁকি দ্রষ্টব্য।

বকরিদ, বকরা ইদ — ইদুজ্জোহা বা গরু-উৎসর্গ উৎসব।
আ. বক্‌রা (গরু) + আ. ঈদ্‌। ঈদ দ্রষ্টব্য।

বকলম — (অন্যের) কলম দ্বারা, জন্য, অন্যের নামে। ফা. ব-কলম দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ স্টালিনের দল জনসাধারণের বকলমে নিজেদের খেয়ালমতো অর্থব্যয় করছে।

বক্‌শী, বক্সী — উপাধি বিশেষ, বিতরণকর্তা, কর্মাধ্যক্ষ। ফা. বখ্‌শী। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বিষ্ণু বক্‌সি ব্রহ্মা মুন্‌শি মহেশ। সেনাপতি শাহজাদা কার্তিক গণেশ॥

বক্‌সিস — বখ্‌শিষ দ্রষ্টব্য।

বকেয়া — অবশিষ্ট, সাবেক বাকী। আ. বকীয়হ। - বাকী — পূর্ব হিসাবের অবশিষ্ট বা বাকী ঃ বাকী দ্রষ্টব্য। তুঃ ঘনরাম ঃ বকেয়া বিস্তর বাঁকী বেবাক না পাই। চাহিতে উচিত কর উঠি দিল ধাই॥

বখরা, বহরা, বকরা — অংশ, ভাগ। - দার — অংশীদার। ফা. বহরহ-দার। তুঃ রবীন্দ্র, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ঃ একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে অ্যাটর্নি তার দিন গণিতেছেন। পুঃ শ্রীরা. কথামৃত, ২য় ঃ ও খাট, বাড়ী বকরার সময় কেশব সেন পেয়েছিলেন। অথবা, চন্দ্রশেখর ঃ আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?

বখশিষ — দান, পুরস্কার। ফা. বখ্‌শিশ্‌। তুঃ ঘনরাম ঃ বকসিস করেন পুন চরণের ঘোড়া। পুঃ মানিক গাঙ্গুলি ঃ কোটাল বকশিশ পাইল কর্ণের কুণ্ডল।

বখিল — কৃপণ। আ. বখীল্‌। তুঃ বা. প্রবাদ ঃ দাতার চেয়ে বখিল ভাল স্পষ্ট জবাব দেয়। পুঃ খনার বচন ঃ দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে না বার মাস॥

বখিয়া, বখেয়া — এক প্রকার সেলাই। ফা, বখিয়হ। তুঃ সুভাষিণী দেবী ঃ যখন পাঞ্জাবী, সার্ট, ব্লাউজ, ফ্রক প্রভৃতি হাতে সেলাই করা হয়, তখন এই প্রকার বখেয়া সেলাই করিতে পারিলে জামাটি খুব মজবুত বয়।

বগল — বাহুমূল, কক্ষ, নিকটবর্তী। ফা. বঘল্‌। বগল দাবা — বগল চাপা। বগল বাজান — অত্যধিক আনন্দিত হওয়া। তুঃ মানিকচন্দ্র রাজার গান ঃ খুঁটির বগলে বসাইয়া গেল ঘৃতের হাঁড়ী। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ

নাপিত অম্‌নি খুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া উঠিয়া বলিল। অথবা, ঐঃ বাঞ্ছারাম শুনিবামাত্রে বগল বাজিয়ে উঠিলেন।

বগলি — ছোট থলে। আ. বক্‌লহ।

বগায়ের, বেগর — ব্যতীত। আ. ব-ঘইর্। গয়ের এবং গয়রহ দ্রঃ। তুঃ তোহফাঃ দ্বিতীয় বাবেতে শুন ইমান বয়ান। পুণ্যকর্মে ফল নাহি বেগর ইমান॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ রজনী প্রভাতে যাহ বেনিয়ার বালা। বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা॥

বচকালি — বাচকালি দ্রষ্টব্য।

বজনিস, বজনিশ — খাঁটি। ফা. ব-জিন্‌স্। জিনিস দ্রঃ। তুঃ রজনী সেনঃ সাচ্চা ঝুটা যায় না বুঝা, হায়রে কি বজনিশ নকল।

বজলা — পণ্ডিত ব্যক্তি। আ. বধ্‌লহ — রসিক ব্যক্তি। তুঃ চি. প. স. চিত্র। পরে সেখানে জনৈক বজলেকে দেখাইয়া জেমত বিবেচনা ভালো হয় তাহা করিবেন।

বজা — বয়দা দ্রষ্টব্য।

বজা, বজায়, বাজায় — ঠিকমত, স্থানানুযায়ী। ফা. ব-জা। তুঃ ভারতচন্দ্রঃ

দেখা কৈল হজরতে, বজা আনে খেদমতে,
গোলামের এ বড়ই নাম।

পুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ সব বজায় রাখিলে মাষ্টারগিরি চলে না। অথবা, ময়ূর ভট্ট, ধর্মপুরাণ ঃ কেহ বা লাঙ্গল নিল কেহ হাল বাড়ি। বাজায় করিতে মান চলে তাড়াতাড়ি।

বজাজ — কাপড় বিক্রেতা। আ. বজ্‌. জ.াজ্‌.।

বজায় — বজা দ্রষ্টব্য।

বজ্জাৎ — বদ জাত দ্রষ্টব্য।

বড়ে — দাবা খেলার গুটি। আ. বৈদক্‌ বা বৈধক্‌। তুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি ঃ রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চ খেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না।

বতর — প্রয়োজন, কাজের। আ. ব্‌ত্বর্। তুঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রস ঃ বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন।

বতরিবৎ — নিয়মানুযায়ী, শিক্ষানুযায়ী। ফা. ব-ত্বরবিয়ৎ। ব এবং তরিবৎ দ্রঃ। তুঃ ধূপছায়া ঃ এদের স্যুট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে ছ'বার করে প্রেস করে, বা-তরিবত পরতে জানে না।

বতারিখ, বিতারিখ — সেই দিনে। ফা. ব-তারীখ্‌ ঃ তারিখ দ্রঃ। তু ঃ ঘনরাম ঃ বতারিখ বৈশাখ বিগ্রহ বার লেখা।

বদ — মন্দ, খারাপ। ফা. বদ্‌। তুঃ রবীন্দ্র, রাজর্ষি ঃ রঘুপতি বদ হিন্দুস্থানিতে বলিলেন —। -খৎ, -খদ কুৎসিত বা কুৎসিত লেখা ঃ খৎ দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ কলকাতার বদখদ্‌ দালান-কোঠার উপর বর্ষা যখন নেমে আসে তখন বড় বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ি পর্যন্ত আকাশের দিকে ছ'একবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না। পুঃ ধূপছায়া ঃ লোকটার চেহারা বদখত।

-খেয়াল — অসৎ চিন্তা, দুর্ভাবনা। খেয়াল দ্রঃ।

-জবান — কটু ভাষা, গালি। জবান দ্রঃ। তুঃ লীলাবতী ঃ আপনি পুলিসকে বড় বদজবান বলছেন।

-জাত, বজ্জাৎ — জারজ, দুষ্ট। ফা. বদ্‌ — ধাৎ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বেতমিজ ও বজ্জাত হলো, এলাজ দেওয়া মোনাসেব। পুঃ ঐঃ আগাগোড়া হারামজাদকি ও বদজাতি। অথবা, সধবার একাদশী ঃ তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে ?

-নাম — দুর্নাম। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ করিলাম বদকাম বদনাম শেষে।

-বকৎ — অসময়, দুঃসময়। ফা. বদ্‌ - ব.ক্‌.ৎ ঃ অক্ত দ্রঃ।

-বখ্‌ৎ — হতভাগ্য ঃ বখ্‌ৎ দ্রঃ। তুঃ গড়-শ্রীখণ্ড ঃ আলেফ রাগ করে বললো, "থাম ফাজিল, বদ বখ্‌ত"।

-বয়, -বূ — দুর্গন্ধ। বয় দ্রষ্টব্য।

-মাইশ, -মায়েস, -মাশ — দুষ্ট, শঠ। ফা. বদ্‌+আ. ম'ঈশ্‌ — জীবিকা। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ নানা প্রকার বদমায়েশ লোক এইস্থানে পিলপিল করিয়া আসিত। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ যৌবনে আছিল কাজি পাক্কা বদমাস। শত শত কুলনারীর কৈল্ল সর্বনাশ॥ অথবা, বা. প্রবাদ ঃ বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাশ। শুনবে না এদের কোন ফরমাশ॥

আবার, মু. গু. জীবন চরিত ঃ ইতিহাস এরূপ অনেক প্রকার বদমাইসি করিয়া থাকে ;

-মেজাজ — মন্দ বা ক্রুদ্ধ স্বভাব। ফা. বদ্ - মিজাজ্। মেজাজ দ্রঃ ;

-হজম — অজীর্ণ। হজম দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ কুত্তার পেটে ঘিত্তের ভাত বদহজম হয়।

বদন — দেহ। ফা. বদন্। যেমন, গুল-বদন (অর্থাৎ ফুলের ন্যায় কোমল দেহ) ঃ গুল দ্রঃ। তুঃ বুলবুল ঃ সুর-সুহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগে গুল-বদনে।

বদর — পূর্ণচন্দ্র -যাহাকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া নাবিকরা নৌকা চালায় ; একজন মুসলিম পীরের নাম। আ. বদর্ (তুঃ সং বজ্র>বজর — বৌদ্ধ ধর্মের মুক্তি পথ)। তুঃ রামদুলাল ঃ শাক্তে তোমায় বলে শক্তি ··· শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর নায়ের মাঝি।

বদল — বিনিময়, পরিবর্তন। আ. বদল্। বদলা, বদলাই — বিনিময়ে, বিনিময়ের মূল্য। আ বদ্‌লা। বদলাবদলী — পারস্পরিক বিনিময়। আ. — বদ্‌লী। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী। পুঃ সা. বি. গোলাম ঃ আর ঝি-চাকরে ঝগড়া হলে তো ওরই লাভ, বদলা এনে নতুন লোক বসিয়ে দেবে। অথবা, চি. প. স. চিত্র ঃ লিখিয়াছ যে টাকা কম ছিল তাই বদলাই হয় নাই। আবার, মু. গু. জীবন চরিত ঃ সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলী হইয়া গেল, আর একজন আসিল।

বদস্তুর — নিয়মানুযায়ী। ফা. ব-দস্তুর্ ঃ দস্তুর দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ তেঁহ উক্ত মৌজাহারের দস্তুরমত দখলকার থাকিয়া লোকান্তর হইবার পর আমরা সাবেক বদস্তুর ভোগবান থাকিয়া —।

বদা — বয়দা দ্রষ্টব্য।

বদি — অসৎ। ফা. বদী ঃ বদ দ্রঃ। তুঃ সৈ. হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছা ঃ পড়োস লোকের হকেক না করিবে বদি। নেকনামি আল্লার হুজুরে লিবে যদি॥

বদিয়ৎ — অত্যাচার। আ. বিদ'অৎ। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ অকারণে তোমার উপর নানা প্রকার জুলুম ও বদিয়ৎ হইয়াছে।

বন্‌দ্‌, বন্দ, বিহন্দ — জমির পরিমাপ বিশেষ, খসড়া, বন্ধন, শঠতা। ফা. বন্দ্‌— বন্ধন। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান। পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান। পুঃ কৃষ্ণদাস, রায়মঙ্গল ঃ তারপর বিহন্দে আছেন নরনাথে।

বন্দর — বাণিজ্য কেন্দ্র। ফা. বন্দর। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ সাধু বলে শুন বুড়ি আমার পরিচয়। শাফলা বন্দরের মাঝে আমার বাড়ী হয়॥

বন্দা — বান্দা দ্রঃ।

বন্দি — কয়েদ, বন্ধনযুক্ত। ফা. বন্দী। প্রত্যয় হিসাবে, যেমন লাটবন্দি। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ এ দিকে মহল দুই তিন বৎসরের বাকি পড়াতে লাটবন্দি হইল। পুঃ মা. গাঙ্গুলি, ধর্ম মঙ্গল ঃ লাউসেনে বন্দী আজি রাখ কারাগারে। যা হয় হবেক কালি হুজুর দরবারে॥

বন্দিশ, বান্দিস, বন্দেজ — বন্ধনী, পাগড়ী। ফা. বন্দিশ্‌। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ চটের পলঙ্‌পোষ চটের বান্দিস। চটের ইজারবন্ধ চটের বালিস॥

বন্দুক — এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র। ফা. বন্‌দূক্‌। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ বন্দুকের আওয়াজে ডাকাতেরা বনের ভিতর প্রবেশ করিল। পুঃ বা. প্রবাদ ঃ ছুঁচ গড়তে পারে না, বন্দুক বায়না নেয়।

বন্দেগী — দাসত্ব, সেবা। ফা. বন্দগী। বান্দা দ্রঃ।

বন্দেজ—বন্দিশ দ্রষ্টব্য।

বন্দে বন্দে — প্রতি বন্দে (জমির বিভাগ) ঃ বন্দ দ্রঃ। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়।

বন্দোবস্ত — ব্যবস্থা, স্থিরীকরণ। ফা. বন্দ্‌ব্‌বস্ত্‌। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে এই তালুকে অনেক পতিত জমি থাকে। পুঃ অপসরণ ঃ তার সঙ্গে কি একটা বন্দোবস্ত ছিল, খুঁটিনাটি আমরা জানতুম না।

বম্নু — বাম্নু দ্রষ্টব্য।

বনাম — নামে, প্রতিপক্ষ, ডাকনাম। ফা. ব-নাম্। তুঃ অপসরণ ঃ ট্রট্স্কি বনাম স্তালিন? থাসিস বনাম য়্যান্টি থীসিস?

বনিয়াদ, বনেদ, বুনিয়াদ — ভিত্তি, ঐতিহ্য। ফা. বুনিয়াদ্। -ই—স্থিতিশীল, ঐতিহ্যপূর্ণ। ফা. -ঈ। যেমন বনিয়াদি বা বুনিয়াদি শিক্ষা। পুঃ ঘনরাম ঃ কে না জানে বনেদ তোর? অথবা, হেম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বনেদি বাবুর বাড়ী টোটা বাতি জ্বলে। আবার, আ. ঘ. দুলাল ঃ বুনিয়াদি বড় মানুষ। বা, চাচা কাহিনী ঃ আড্ডা জমাবার বুনিয়াদ হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ। পুঃ শরৎ চন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ মিথ্যেও বরঞ্চ টিকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের উপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরী হয় না। অথবা, সা. বি. গোলাম ঃ বৌবাজারের বনেদীআনা নেই এখানে, কিন্তু শৃঙ্খলা আছে।

বম্বাজ, বাম্বাজ — এক প্রকার বাদ্যকর। -ই — ঐ বাদ্য। ফা. বম্—বাদ্য বিশেষ; বাজ ঃ বাজ দ্রঃ। তুঃ ষষ্ঠীবর ঃ প্রথমে চলিল কাজি মীরবহর তাজি। আবার হাজার পাইক তাহার বমবাজি॥

বমাল, বামাল — চোরা সম্পত্তি। ফা. বা+মাল্ (মাল সহিত) ঃ মাল দ্রঃ। তুঃ রজনী সেন ঃ বমাল ধরা পড়ে গেছি, এখন যা করহে হরি। পুঃ রবীন্দ্র, গল্পগুচ্ছ (শুভদৃষ্টি) ঃ মনে হইল, যেন বমালসুদ্ধ ধরা পড়িলাম।

বয়, বই, বু — গন্ধ। ফা. বু। বদবু ও খুশ দ্রষ্টব্য। তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত ঃ খুশবইওয়ালা তামাক। পুঃ ঐঃ খুশবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে — লে জমিয়ে কাম কর।

বয়দা, বএদা, বদা, বজা —ডিম। আ. বয়জহ। তুঃ বিপ্রদাস, মনসা বিজয় ঃ

মুরগি করিয়া কোলে মাকুড়ি কান্দিয়া বলে
আজি কালি বএদা পড়িত।

বয়নাক্কা — বায়নাক্কা দ্রষ্টব্য।

বয়নামা — বিক্রয়ের ফর্দ বা বিল। আ. বই' — বিক্রয়+ফা. নামহ। বায় এবং নামা দ্রষ্টব্য। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বেবাক টাকা পাইয়া বয়নামা পত্র লিখিয়া দিলাম।

বয়াৎ, বয়েৎ, বয়েদ — (কবিতার) দ্বিপংক্তি, কথা, কবিতা। আ. বয়ৎ। বয়াতী — কাব্যকার। তুঃ আ. ঘ. তুলালঃ আবার হঠাৎ কখনো ফারসী বয়েৎ আওড়াইতে থাকে। পুঃ মরুতীর্থ হিংলাজঃ তখন আর মেহেরবানির কথা, দয়া কৃপা করুণা এই সমস্ত মিষ্টি বয়েৎগুলি মনের কোণেও আসে না। অথবা, জামাই বারিকঃ কোরাণেতে বয়েদ আছে, তুনিয়াটা ক্যাবল মিছে। আবার, মৈ. গীতিকা; কিসের সংসার কিসের বাস কেমনে সুখ মিলে। মনসুর বয়াতি কয় সুখ না থাকলে দিলে॥

বয়ান — কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা। আ. বয়ান্‌। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ শুনিয়া জটিলা মুখে এতেক বয়ান। যশোদার দেহে যেন আইল পরাণ॥ পুঃ অবিশ্বাস্যঃ কিম্বা হয়ত গম্ভীরস্বরে বয়ান করতো, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায়নি। অথবা, মৈ গীতিকাঃ

বুদ্ধিমন্ত অতি ধীর কঙ্করে দেখিল পীর,
মধু তার ঝরিছে বয়ানে।

বরকত — আশীর্বাদ, সম্পদ। আ. বরকৎ। তুঃ বা. প্রবাদঃ মনগুণে ধন, ইলামগুণে বরকত। পুঃ গড়-শ্রীখণ্ডঃ আর যার ভাগ্যে চর পড়ে তার কপাল আপনি ফাটে — বরাতের বরকত। অথবা, পূ. গীতিকা ৩য়ঃ পরে বন্দনা করি বিবি বরকত মা। যদি সে না হইত তুনিয়ার লোকে না পাইত দানা॥

বরকন্দাজ — বন্দুক চালনাকারী। আ. বর্ক — বিদ্যুৎ; ফা. অন্দাজ্‌, ঃ ঃ আন্দাজ দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্রঃ ঝন ঝনন ঠন ঠন ঠননন বরিখত বরকন্দাজে।

বরকার — কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, সাহায্যকারী, চাকর। ফা. বর্‌কার্‌। তুঃ জোড়াসাঁকোর ধারেঃ দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা, শোলার টুপি ওয়াটারপ্রুফ রেনকোট ছিল না।

বরখাস্ত — (চাকরী হইতে) বিচ্যুত, বিদায়। ফা. বরখাস্ত্‌। তুঃ ময়নামতীর গানঃ চাক্ষুসে ধর্মী রাজা মা জননীকে দেখিল। হরিধ্বনি দিয়া কাছারী বরখাস্ত করিল। পুঃ গোরাঃ অতীতকে অতীত বলে বরখাস্ত করে বসে আছি বলেই কি সে অতীত?

বরখেলাফ — বিপক্ষে। ফা. বর্‌খিলাফ্‌ঃ খেলাফ দ্রষ্টব্য।

বর্‌গ, বরগোঁ — পাতা, পাতার বাঁশী। ফা. বর্গ ও ইহার বহুবচন বর্গান্‌। তুঃ চৈতন্যমঙ্গল ঃ ব্রাহ্মণে ত বেদ পঠে ভাটে কায়বার। শিঙ্গা বরগোঁ বাজে সাহিনী মিশাল॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

করিয়া ভোঁ ভোঁ বাজয়ে বরগোঁ —
সিংহলে উঠিল কম্প।

বরগি — মারাঠা, মারাঠা দস্যু। ফা. বার্‌-গীর্‌ — লুণ্ঠনকারী, ভার-বাহক। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজ হইল ক্রোধিত। পুঃ রবীন্দ্র, রাজাপ্রজা ঃ তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত, তখন তোমাদের কন্‌গ্রেস সভাপতি এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়?

বরগোঁ — বরগ দ্রষ্টব্য।

বরঙ্গ — (পিতলের তৈয়ারী) ঘণ্টা। ফা. বিরিন্‌জ — পিতল। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

হৈল প্রভাত কাল, বরঙ্গ ফুকরে ভাল
আনন্দ বাধাই রাজপুরে।

বরজ, বরুজ, বুরুজ, বোরজ — (দুর্গ-আকৃতি) পানের চাষ, দুর্গ। আ. বুর্জ্‌ বা ইহার বহুবচন বুরূজ্‌ (দুর্গ)। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

বারুই নিবসে দূরে, বরজ নিরমান করে,
মহাবীর নিত্য দেই পান।

পুঃ রাজসিংহ ঃ সহস্র সহস্র মর্মরাদি প্রস্তর নির্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া চন্দ্রালোকের রশ্মিরাশি প্রতিফলিত করিতেছে। অথবা, কৃষ্ণরাম, কমলামঙ্গল ঃ

বোরজে কামান পাতা দ্বারে গুলি আছে তথা
অস্ত্রশস্ত্র তেমনি সকল।

বরজোক — মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়। আ. বর্‌জ.খ্‌। তুঃ বাউল গান, লালন ঃ

সেজদা হারাম খোদা ছাড়া,
মুর্শিদ বর্জোক সামনে খাড়া,
সেজদার সময় থুই কোথায়॥

বরতরফ — চাকরীচ্যুত, বরখাস্ত। ফা· বর্-ত্বরফ্ ঃ তরফ দ্রঃ। তুঃ লীলাবতীঃ তিন চারিটি আবকারীর ডেপুটি কালেক্টর বরতরফ হবে। পুঃ সীতারাম ঃ অতএব চন্দ্রচূড় এই অপরাধীদিগের বরতরফি পরওয়ানাতে রাজার সহি করাইয়া লইলেন।

বরদার — বহনকারী। ফা· বুর্‌দার্। হুঁকা ও বার বরদার দ্রঃ। -ই — বহন করা বা পালন করা কাট। ফা· -ঈ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ আগে চলে লাল-পোশ খাস বরদার। সিপাহী সকল চলে কাতার কাতার॥ পুঃ দেবী চৌধুরাণী ঃ যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন হারির মা, পারির মার হুকুম বরদারী কি তার ভাল লাগিবে?

বরদাস্ত — সহ্য। ফা· বরদাশ্‌ৎ। তুঃ অপসরণ ঃ এটা তিনি বরদাস্ত করা দূরে থাক, কল্পনাই করতেন না।

বরপ, বরফ — জমাট জল, তুষার। ফা· বর্ফ্। -ই, বর্ফি — এক প্রকার চতুষ্কোণাকৃতি বরফ দেওয়া ক্ষীরের মিঠাই। ফা· বর্‌ফী — বরফযুক্ত তুঃ অপসরণ ঃ তার মেজাজটি একেবারে বরফ। পুঃ ঐঃ বরফি নিখুতি।

বরবাদ — নষ্ট। ফা. বর্‌বাদ্। তুঃ অপসরণ ঃ যুদ্ধ বাধানোর আগেই যেন পুঁজিবাদ বরবাদ হয়, বরবাদ হবার সময় যেন রক্তারক্তির মাত্রা ছাড়ায় না।

বরাওর্দ — বরাদ্দ দ্রষ্টব্য।

বরাক — বুরাক দ্রষ্টব্য।

বরাখুর — পাঁজী, অভদ্র। ফা. বর্‌আখুর্। তুঃ হু· প্যাঁ· নক্‌শা ঃ "যে আজ্ঞে" "হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে।

বরাত — প্রয়োজন, কার্যভার, ব্যবসা। আ· বরাৎ। -ই— ব্যবসা সংক্রান্ত, প্রয়োজনীয়। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ নানা ওজর ও অন্যান্য বরাতের কথা ফেলে। পুঃ ঐ: অনেক কর্ম করাতে চলে, কিন্তু এ কর্ম পরের মুখে ঝাল খাওয়া হয় না। অথবা, চি· প. স. চিত্র ঃ আপনকার বাঁশের বরাত থাকে

তবে মনুষ্য পাঠাইয়া দিবেন। আবার, মৈ. গীতিকা : বিনোদেরে ধরিয়া নেয় কাজির বরাতে। বিচার করিয়া কাজী লাগিল কহিতে॥ বা, নজরুল-গীতিকা : দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী ! সবে রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালী॥

বরাত — অদৃষ্ট, ভাগ্য। আ. বরা'অৎ - মহত্ত্ব। তুঃ মৈ. গীতিকা : পারাপরসি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী। এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী॥ পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় : এত দুঃখ খোদা মোর লেখিলা বরাতে।

বরাদ্ধ, বরাওর্দ — পরিমাণ-নির্ধারণ। ফা. বর্-আব্‌র্‌দ্। তুঃ অপসরণ : অপমান হবে আমার দৈনিক বরাদ্ধ, খাদ্য জুটবে কিনা জানি না। পুঃ প্রা. বা. পত্র সঙ্কলন : সেই সকল তহশীলদারের বরাওর্দ্দ দরমাহি সালিআনা ১৩৬৮০ টাকা সরকারে মজরা আছে।

বরাবর — নিকট, সমীপে, পাশাপাশি, সম্মুখবর্তী, সকল সময়। ফা. বরাবর্। তুঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় : উপনীত পুত্র লইয়া কংশ বরাবরে। সুন্দর দেখিয়া কংশ দয়া কৈল তারে॥ পুঃ কাশীরাম দাস : নারদ কহিলা আসি দৈত্য বরাবরে। অথবা, ভারতচন্দ্র : সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ি। মুসাহেব বসিয়া সকল বরাবর॥ আবার, ঐ :

ভালে সুধাকর, গলে বিষভর,
সুধা বিষে বরাবর।

বা, আ. ঘ. দুলাল : তুমি বরাবর বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ।

বরামদ — বাড়াবাড়ি, আতিশয্য। ফা. বর্ আমদ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : বক্রেশ্বর খোসামোদ ও বরামদ করিয়া ফ্যাল ফ্যাল করত বেড়াইতে লাগিলেন। পুঃ নববাবু বিলাস : নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহ্বলে রমণী মেলক গাওক বাদক নর্তক নর্তকী ভণ্ড প্রতারক —।

বরুজ — বরজ দ্রষ্টব্য।

বল্লম, বল্লাম — বর্শা। ফা. বহলম্। তুঃ আ. ঘ. দুলাল : এমন সময়ে সারজন, পেয়াদা ও চোপদারেরা বল্লাম, বর্শা, আশাসোঁটা, তলবার ও বাদশাহের রৌপ্যময় মুটুকাকৃতি সজ্জা হস্তে করিয়া বাহির হইল।

বস, বাস, ব্যস, ব্যাস — যথেষ্ট, বেশী। ফা. বস্‌। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ আমার ছেলে মোটামোটি শিখিলেই বস আছে।

বস্তা — পুঁটুলী, গাঁটরী। ফা. বস্‌তহ। — বন্দী — বস্তা-বোঝাই ; বন্দি দ্রঃ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ তুলাই কাঁড়ারী জানে বাণিজ্যের ভাও। বস্তা হনে খসাইল ভুটি ভরা তাও॥ পুঃ মরুতীর্থ হিংলাজ ঃ ··· এবং সেই শুঁটকি মাছ বস্তাবন্দী করে সমুদ্র পথে বা উটের পিঠে করাচী চালান দেওয়া।

বস্‌রা, বসোরা — পারস্য দেশীয়। আ. বস্বরহ — আরবীয় ইরাক অন্তর্গত একটি সুরম্য সহর। তুঃ গোরা ঃ এমন সময় হাতে ঘনরক্ত বসোরা গোলাপযুগল সযত্নে লইয়া বিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বহর — সমুদ্র. জলযানসমূহ, শক্তি, প্রসার। আ. বহঃর্‌। আমিরুল্‌-বহর — সমুদ্র-অধ্যক্ষ ঃ আমির দ্রঃ। আ. আমিরুল্‌-বহঃর্‌। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ গোপাল মীরবহর চলে ঠাটের আগোয়ান। তার সনে নেহাত নাও বিয়াল্লিশ খান॥ পুঃ কপালকুণ্ডলা ঃ নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। অথবা, পূঃ গীতিকা, ৪র্থ ঃ বেনাম দরিয়ার মাঝে হারমাত্মার ডর। চলিত ছলুপ তাই করিয়া বহর॥ আবার, চাচা কাহিনী ঃ দোকানী পর্যন্ত কেনার বহর দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। বা, রবীন্দ্র, পুনশ্চ (পত্রলেখা) ঃ ছাপা-মারা চিঠির কাগজ নানা বহরের। তুলনীয় লাট-বহর (ইং Load + বহর)।

বহরা — বখরা দ্রষ্টব্য।

বহস — যুক্তি, বিচার। আ. বহঃথ্‌ (বা বহছ)। তুঃ মান্নান ঃ বিশেষ করে হানাফি সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে তিনি মজহাবী বহস করে মশহুর হয়েছিলেন।

বহামা — বাহানা দ্রঃ।

বহাল — বাহাল দ্রষ্টব্য।

বহি, বই — গ্রন্থ. পুস্তক। আ. ব্‌ঃহী — ঐশ্বরিক বাণী, শব্দ। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ কেহ বা বহি পড়েন। পুঃ অপসরণ ঃ বই চুরি গেলে কেনা যায়, কিন্তু বাদলের কোন কোন বই তুর্মূল্য।

বা — সহিত। ফা· বা। যেমন, বাজিঞ্জির। জিঞ্জির ও বাজিঞ্জির দ্রষ্টব্য।

বাই — বায় দ্রষ্টব্য।

বাই-আনা — বায়না দ্রষ্টব্য।

বাইম — বাহানা দ্রষ্টব্য।

বাইল — চতুরতা, ফাঁকি। ফা· বা হী:লহ — চতুরতার সহিত। তুঃ মৈ· গীতিকা: সেই না দুষ্ট বিবি আরে কোন কাম করে। বাইল দিয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের দুই বেটারে।

বাঁকী, বাকী, বক্রী — অবশিষ্ট, পরিশেষ। আ· বাকী। তুলনীয় বকেয়া বাকী ঃ বকেয়া দ্রঃ। -দার — যাহার নিকট হইতে পাওনা এখনও শোধ হয় নাই। দার দ্রঃ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ বাকী আছে বউ এখন আনতে যাও তারে। কলঙ্কিনী নাম যার গোকুল নগরে॥ পুঃ মানিক গাঙ্গুলী ঃ কারকুন কাগজ বুঝে বাকী-ওয়াশীল। অথবা, রবীন্দ্র, বাঁশরি ঃ চাঁদা পাবামাত্র যদি পাড়া ছেড়ে দৌড় মার তাহলে এখনই বাকি-বকেয়া সব শোধ করে দেই। আবার, চি· প· স· চিত্র ঃ বক্রী শ্লোকের টিকা করিয়া পাঠাইবেন। বা, সীতারাম ঃ এই বলিয়া বাকিদার ও তহসিলদার উভয়ের কয়েদের হুকুম স্বাক্ষর করিয়া রাজা চিত্তবিশ্রামে প্রস্থান করিলেন।

বাঁকে — বায়না দ্রষ্টব্য।

বাকি — বাঁকী দ্রষ্টব্য।

বাখরখানি — মাখন ও দুধ মিশ্রিত এক প্রকার রুটি। ফা· বাকর্-খানী। তুঃ ধূপছায়া ঃ তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় খেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানি রুটি পাওয়া যেত না।

বাগ — উদ্যান। ফা· বাঘ্। -আৎ — উদ্যানসমূহ। আ· -আৎ — বহুবচনের চিহ্ন। -আন — উদ্যানভূমি। ফা· -আন্ — স্থানবাচক প্রত্যয়। -ইচা — ছোট উদ্যান। ফা· বাঘ্চহ। তুঃ মৈ· গীতিকা ঃ তুমি ত বাগের পুষ্প আমি হইলাম কাঁটা। পুঃ চি· প· স· চিত্র ঃ জে জে জমি ও বাগাৎ ও পুষ্কর্ন্নী আছে তাহা স-ইচ্ছা পূর্বক আপনাকে দান

করিলাম। অথবা, পূ. গীতিকা, ৩য়ঃ এই দেহ ছিল আমার পাষাণ সমান। মন্ত্র দিয়া কৈল গুরু ফুলের বাগান। আবার, মৈ. গীতিকাঃ বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া। কুলের শোভা বউ— শাশুরীর বুক জোড়া॥ বা, গোবিন্দদাস, করচাঃ নন্দিনী বাগান এক বাগিচা সুন্দর। তার ধারে আড্ডা করে প্রভু বিশ্বম্বর।

বাচকানি — বালক সুলভ। ফা. বচ্‌চহ-গানহ ঃ বাচ্চা দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্রঃ আর বাপাজীর কারণ একজোর বচকানি চেলির জোর আনিবা।

বাচ্চা — শিশু, বালক; আদরার্থে বাচ্চু। ফা. বচ্‌চহ। তুঃ আনন্দমঠঃ জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্চা সন্ন্যাসী সাজিল।

বাজ — কু-বিজয় দক্ষ বা পটু অর্থে প্রত্যয়। ফা. বাজ্‌, — বাখ্‌তন্‌ (খেলা করা) ক্রিয়ার কর্তৃ-বাচক বিশেষ্য। যেমন, আইনবাজ — আইনে পটু ঃ আইন দ্রঃ।

বাজ — এক প্রকার পাখী। ফা. বাজ.। তুঃ মা. চ. রাজার গানঃ শিকিরা বাজ হইল ময়না মূরত বদলাইয়া।

বাজায় — বজা দ্রষ্টবা।

বাজার — হাট। ফা. বাজার্‌। -ই, -ই — ব্যবসায়ী, হাটসংক্রান্ত। তুঃ দ্বিজ মাধব ঃ দেখরে গোরা চান্দের-বাজার। প্রেমময় রসের প্রসার॥ পুঃ ভারতচন্দ্রঃ বন কাট্যা পাতয়ে বাজার। অথবা, নরসিংহ বসুঃ হাটারী বাজারী দেশে ছিল যত জন। দোকান রহিল পড়্যা ঘুমে অচেতন॥ লক্ষণীয় ঃ বাজার সরকারঃ সরকার দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কিন্তু বাজার সরকারী কর্মে নিত্য কাঁচা কড়ি।

বাজি — খেলা, খেলায় পণ, যাদুকরী, চাতুরী। ফা. বাজী। বাজ দ্রষ্টব্য। তুঃ কৃত্তিবাস ঃ বিধাতার বাজী কে বা করয়ে খণ্ডন। পুঃ রবীন্দ্র, জীবনস্মৃতি ঃ সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইয়াছিল যে, একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইয়াছিল।

বাজিকর, বাজিগর — যাদুগর, যে খেলা দেখায়। ফা. বাজীগর্ ঃ বাজি দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ এক ছিল বাজিকর ঃ বাজী দেখানো ছাড়া দুনিয়ায় সে আর কিছু শেখেনি বা করেনি।

বাজিঞ্জির — শৃঙ্খলাবদ্ধ। ফা. বা-জ.ন্জির্ ঃ জিঞ্জির দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ জাল করাতে সেখানে তাহাদিগের বাজিঞ্জির মাটি কাটিতে হয়।

বাজিমাত — খেলায় জয়লাভ। ফা, বাজী + আ, মাৎ — মৃত; বা ফা, মাৎ — আশ্চর্যান্বিত। বাজী ও মাত অঃ। তুঃ কালান্তর (সমস্যা) ঃ বাজিমাত করে দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাবব; আগে স্বরাট হব, তার পরে মানুষ হব।

বাজু — বাহু, বাহুর জন্য ব্যবহৃত অলঙ্কার, পার্শ্ব। ফা, বাজু — বাহু। — বন্দ — বাহু বন্দনী, বাহুতে ব্যবহৃত অলঙ্কার। ফা, বন্দ্। তুঃ বিদ্যাপতি ঃ সে আবে মনে গুনি ভাল নহি কাজ। বাজু রাখএ আঁখিক লাজ॥ পুঃ আ, ঘ, দুলাল ঃ ইতিমধ্যে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক — হাতে বালা ও বাজু, সম্মুখে আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি গড় করিল। অথবা, দুর্গেশনন্দিনী ঃ ক্রমে ক্রমে খাটের এক বাজু কালির চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল। আবার, মানিক গাঙ্গুলি ঃ বাবুবন্দ বলয় বিনদ করে শোভা।

বাজে — মিথ্যা, সামান্য, অকেজো, বিষয়, বহির্ভূত। আ. বর্জী — সামান্য; তুঃ বাজে জমা ও খরচ ঃ জমা ও খরচ দ্রঃ। লক্ষণীয় আজে বাজে ঃ আজে বাজে দ্রঃ। তুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ আর রামা বলে সই এ বড় রসিক। অভাগার পতি বাজে জমার মালিক॥ পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ বাজে-মহল ঃ বাজে মহল হৈল ডিঙ্গা। সঘনে বাজায় শিঙ্গা।

রণভেরী দুন্দুভি বাজন।

অথবা, ঘনরাম ঃ খোষাল করিল যত বাজে বীরগণে।

বাজেয়াপ্ত, বাজেপ্ত — পুনর্দখল, অধিকৃত। ফা. বাজ্. — পুনরায়; ফা. ইয়াফ্তহ — যাহা পাওয়া গিয়াছে। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অনেক লাখেরাজদারের জমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে —। পুঃ মৈ. গীতিকা ঃ বাজেয়াপ্ত হইব তোমার যত বাড়ী জমি।

বাতন, বাতিন, বাতুন — মধ্যবর্তী, আধ্যাত্মিক। আ. বাত্বিন্। তুঃ বাউলগান (পাঞ্জশাহ): আউয়ল, আখের, জাহের, বাতন — চারিরূপে বিরাজমান। বাতনে গোপনে থেকে জাহেরে দেন — তরীক-দান॥ পু: লালন-গীতি:

বাতিনের ঘর নূর নবী,

ও সে পুরুষ কি প্রকৃতির ছবি।

অথবা, গরীবুল্লা: গরীব ফকীর কহে কেতাবের বাত। বড়-খাঁ বাতুনে যারে দিল মোলাকাত॥

বাতিল — মিথ্যা। আ. বাত্বিল্। তুঃ শান্তিনিকেতন (হিসাব): ব্যাঙ্কে ভাঙাতে গেলেই যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শ মাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

বাতুন — বাতন দ্রষ্টব্য।

বাদ — পরে. তারপর, ছাড়া। আ. ব'অদ্। তুঃ কৃত্তিবাস: গুরু নিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ। পু: পূ. গীতিকা, ৩য়: যার যেমন নিয়ম মত বসিবারে দিল। তার বাদে খানার আয়োজন করিতে লাগিল॥

বাদওয়ালা — বাদাম দ্রষ্টব্য।

বাদশা, বাদশাহ, বাদসাহ, পাদশা — রাজা, সম্রাট। ফা. বাদ্‌শাহ: পাদশা দ্রঃ। -ই — রাজত্ব। ফা. বাদ্‌শাহী। -জাদা — যুবরাজ। জাদা দ্রঃ। তুঃ পূ, গীতিকা, ৩য়: বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি খাইলে। সংসার নষ্ট হয়রে জাইন্য বউএর বশ্যা হইলে। পুঃ সিরাজদ্দৌল্লা: দেখ, তোমায় বাদশাই দিয়ে আমি খোরাশানে যাবো। অথবা, বাঃ প্রবাদ: আড়াই দিনের বাদশাহী। আবার, রবীন্দ্র, মানী:

কহিল সবে বজ্রনাদে,

"সেলাম করো বাদশাজাদে।"

বাদা — জলাভূমি, অরণ্য, মরুভূমি, ফাঁকা জায়গা। আ. বাদিয়হ — মরুভূমি। বাদিয়া দ্রঃ। তুঃ আ, ঘ, দুলাল: আউশ প্রায় বাদাতেই হয়। পু: সা, বি, গোলাম: আগে তো ওসব অঞ্চল বাদাজঙ্গল ছিল, এখন দেখবে কেবল সব উকিল ব্যারিস্টারে বাড়ী। অথবা, গড়-শ্রীখণ্ড

কনক তার ঘোড়ায় চাপতে চাপতে দারোগাকে বললো, 'আপনার কনেস্টবলরা গ্রামের বনবাদা খুঁজে দেখুক'।

বাদাম — এক প্রকার গাছ ও ইহার ফল। ফা. বাদাম্। -ই —ঐ রং বিশিষ্ট, পাণ্ডু বর্ণ। ফা. বাদামী। তুঃ নজরুল, বুলবুল ঃ হায় হায়, বাদাম গাছের আঁধার বনে। নিঃশ্বাসে ওঠে যেন বুলবুলির শিসের সনে। পুঃ রবীন্দ্র, চার অধ্যায় ঃ মুখের রং বাদামি, লালের আভাস দেওয়া।

বাদাম, বাদওয়ালা — নৌকার পাল। ফা. বাদ্‌বান্, বাদ্‌বালা। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ নয়া কাষ্ঠ লাগাইয়া মারিল পাতাম। নয়া নবীন বস্ত্রে বানাইল বাদাম॥ পুঃ নরসিংহ বসু: কালিন্দী প্রখর স্রোত ভাটী যেন না। বাদওয়ালা বান্ধ্যা দিল পিঠে বহে বা॥

বাদিয়া, বেদিয়া, বেদুইন — মরুভূমি বা বনজঙ্গলের অধিবাসী। আ. বাদিয়হ বা বদবী ঃ বাদা দ্রঃ। তুঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঃ তথা গেলে হইবি জেহ্ন বাদিয়ার সাপ। অথবা, জ্ঞানদাস: বাদিয়ার বাজী তোমার পীরিতি না জানি একুই রীতি। পুঃ গোবিন্দদাস, করচা ঃ প্রভু কহে শুন সব ধনী মহাশয়। বেদিয়ার বাজী সম এ জগৎ রয়॥ আবার, রবীন্দ্র, মানসী (দুরন্ত আশা) ঃ ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।

বান — অধিকার সূচক প্রত্যয়। ফা. বান্ বা বান্। যেমন, দরবান ঃ দারোয়ান দ্রঃ।

বানকে — আন্দারে, চতুর। বাইন দ্রঃ।

বান্দা, বন্দা — চাকর, দাস। ফা, বন্দহ। স্ত্রীলিঙ্গে বান্দী বা বাঁদী। -গী, বন্দেগী — দাসত্ব। ফা. বন্দগী। তুঃ রবীন্দ্র, বন্দীবীর ঃ

বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি
বন্দার এক ছেলে।

পুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ পানের বাটা বান্দীর মাথায় দিয়া। নিকলিল ময়নামতী যাত্রা করিয়া॥ অথবা, ভারতচন্দ্র ঃ বন্দগী করিবে বান্দা

জমিনে মাথা ঠুকিয়া। আবার, দেবী চৌধুরাণী ঃ হাসিয়া নিশি বলিল, "বন্দেগী খাঁ সাহেব! মেজাজ সরিফ?"

বান্দিস — বন্দিশ দ্রষ্টব্য।

বানু, বন্নু — মহিলা মুসলিম নারীর পদবী বিশেষ। ফা· বানু। তুঃ সুরধুনী কাব্য ঃ তেজিয়ান সাজিহান দিল্লী অধিপতি। ভার্যা তার বন্নুসতী অতি রূপবতী॥

বাপিস — ওয়াপস দ্রষ্টব্য।

বাফতা —তূলা ও সিল্ক সূতা মিশ্রিত তৈয়ারী এক প্রকার বস্ত্র। ফা· বাফ্‌তহ — বুনা (কাপড়)।

বাব — পুস্তকের পরিচ্ছেদ, কর, দ্বার, কারণ, বিষয়। আ· বাব্‌ ঃ আবোয়াব দ্রঃ। তুঃ তোহফা ঃ চারিদশ পঞ্চবাব আছে ভিন্ন ভিন। শরীয়ৎ তরিকৎ ইসলামি দীন। পুঃ ঐঃ দ্বারকে বোলএ বাব আরবী ভাষাএ বিনু দ্বারে গৃহে প্রবেশন নাহি যাএ॥ অথবা, ক· ক· চণ্ডী ঃ

সেলামী বাঁশগাড়ি, নানা বাবে যত করি,
নাহি নিব গুজরাটে বসে।

আবার, শিবায়ন ঃ গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বাব করে সকলি বেচিয়ে লয় রাজা॥

বাবৎ, বাবদ — জন্য, বিষয়, বিষয় জনিত। আ. বাবৎ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ কিন্তু চাচা এসব বাবদে স্ত্রী পুরুষ কোন তফাৎ রাখতেন না।

বাবরি লম্বা কোঁকড়ান চুল। ফা. ববর্‌ (সিংহ) হইতে বব্‌রী (সিংহ কেশর ন্যায়)। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ খুব সম্ভব শীতের প্রকোপেই তাঁর মাথার ঘন বাবরী চুল পাতলা হয়ে আসছিল।

বাবা — পিতা। ফা· বাবা। -জান — প্রাণতুল্য পিতা, আদরার্থে সম্বোধন। জান দ্রঃ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ কাঁদিয়া কহিল মনাই, 'শুনরে বাবজান তোমার হাতে সঁপি দিলাম আমার জান পরান'॥

বাবুরচি — যে রান্না করে, মুসলিম পাচক। ফা· বাব্‌র্‌চী — যাহাকে বিশ্বাস করা যায়, (বিশ্বস্ত) পরিবেশক। -খানা — রান্নাঘর। খানা দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ মামুর হইল মোর বাবুরচিখানা।

বামবাজ — বমবাজ দ্রষ্টব্য।

বামাল — বমাল দ্রষ্টব্য।

বায় — বিক্রয়। আ· বই' - আ — বিক্রেতা। অ্যা· বায়'অ। তুঃ কেতকদাস, মনসামঙ্গল ঃ রঙ্গিয়া ডোমনী ভাল লক্ষ টাকা চায়। কত ধন উপার্জিবে বিয়ানির বায়॥

বায়না, বাই-আনা — অগ্রিম টাকা (বিক্রয় বাবৎ)। আ· বই' + ফা· আনহ — সম্পর্ক অর্থে প্রত্যয়। আনা ও বায় দ্রঃ। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ খেমটা-ওয়ালিদের বায়না দিতে আছে। পুঃ হু. প্যাঁ· নক্শা ঃ শহরে হুজুক উঠলো "লখনৌয়ের বাদশা মুচিখোলায় এসে বাস করচেন, বিলেত যাবেন ; বাদশার বাইয়ানা পোষাক, পায়ে আলতা"।

বায়না, বাহানা, বহানা, বাইন — কৌশল, চালাকি, আব্দার। ফা· বহানহ। বান্‌কে — আব্দারে, চতুর। ফা· বহানগী। তুঃ অপসরণ ঃ "কে মারা গেছে"? — বাদল বায়না ধরল। পুঃ সবুজপত্র ঃ আমি সেই পেট্রিয়টিজ্‌মের বাহানা করতে বাধ্য হতুম যে, দেশ-প্রীতি ভারতবর্ষের কোনো দেশের প্রতি ভালবাসা নয়, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি। আবার, আ· ঘ· দুলাল ঃ পুত্র মতিলাল বাল্যাবস্থা অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইন করিত। অথবা, ঐ ঃ এই বান্‌কে ছেলেটার জ্বালায় ঘুমান ভার।

বায়নাক্কা, বয়নাক্কা — ফর্দ, বিস্তৃত হিসাব। আ· বই' - এ - নাক্কিস্ব — অসম্পূর্ণ বিক্রয়। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ 'খৃষ্টালয় থেকে সদ্যাগত' - 'ফ্রেশ ফ্রম ক্রিশ্চিয়ান হোম' — ওয়ালাদের এদেশে এসে বয়নাক্কার অন্ত থাকে না। পুঃ প্রেমাঙ্কুর, বাণ ঃ চুপ করে তার বয়নাক্কা শুনে যেতে লাগলুম।

বার — ক্ষণ, সময়। -বার—পুনঃ পুনঃ। ফা· বার্ ও বার্‌বার্। তুঃ মানিক দত্ত ঃ ডাইন বলিয়া মোরে বলে বার বার। ঘরে বসে খাইনু মুঞি বুড়ো পোদ্দার॥

বার — রাজসভা, দরবার, প্রবেশ। ফা. বার্‌। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়। পুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

বার দেয় দন্তপটে, রাজ্য করে গুজরাটে,
কার তরে নাহি করে শঙ্কা।

অথবা, গোবিন্দ দাস, করচা ঃ নাচিতে নাচিতে ক্রমে অজ্ঞান হইলা। অসংখ্য দর্শকগণ আসি বার দিলা॥

বার — ওজন। ফা. বার্‌ (সং ভার)। -বরদার — বহনকারী, ভারবাহী পশু। বরদার দ্রঃ।

বারকোশ — কাঠের থালা। ফা. বার্‌ কশ্‌ — দ্রব্যাদি বহন করিবার বাসন। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ এই যে বারকোশ জোর দেখ হিঙ্গুলাল। ইহার বদলে দিবা সুবর্ণের থাল॥ পুঃ গল্পগুচ্ছ (কর্মফল) ঃ বিশেষত তোমার এই বাঁটি-চুপড়ি-বারকোশগুলো কোথাও না লুকিয়ে রাখলে চলবে না।

বার — পাদপীঠ, যেমন ইমাম বারা। ফা. বারহ।

বারান, বুরহান — প্রদর্শন, প্রকাশ। আ. বুর্হান্‌। তুঃ মহানিশা ঃ মেয়ের একটু রূপ আছে বলেই কি বারাণ দেওয়াতে হবে?

বারান্দা — খোলা প্রকোষ্ঠ। ফা. বর্‌ আমদহ — যাহা বাহিরের দিকে অগ্রসর হইয়া আছে। তুঃ আ. ঘ. তুলাল ঃ সকলে বারান্দা থেকে দেখিতে লাগিল।

বারাম — জনসাধারণের জন্ম রাজদরবার। ফা. বার্‌-এ-'আম্‌। বার ও আম দ্রঃ। -খানা — জনসাধারণের বিচারার্থ দরবার। খানা দ্রঃ। তুঃ ময়ূর ভট্ট ঃ রাজসভা নিমন্ত্রিয়া বসিল বারাম দিয়া
জিজ্ঞাসিল পারিষদগণে।

পুঃ বাউল গান, লালন ঃ তিন তারে নিচ্ছে খবর শুভযোগ মতে। হাওয়ায় তার বারামখানা, হাওয়া মূলাধার তাতে॥

বারুদ — বন্দুক প্রভৃতি ছুঁড়িবার জন্য দাহ্য মিশ্রিত চূর্ণ বিশেষ। ফা. বারূৎ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ সাত ভাই শুনিয়ারে জ্বলিয়া উঠিল। বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগাই দিল॥

বালাই — সঙ্কট, দুঃখ, অসুবিধা। ফা. বলা। তুঃ চৈতন্য ভাগবৎ: যাউক তোমার সব বালাই লইয়া। পুঃ রামপ্রসাদ: প্রসাদ বলে, এমন পদের বালাই লয়ে মরি। অথবা, রবীন্দ্র, জীবনস্মৃতি: বাল্যকালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক — বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই।

বালাখানা — উপরের ঘর। ফা. বালা-খানহ। তুঃ গোবিন্দ চন্দ্রের গান: বালাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার মায়। পুঃ ভারতচন্দ্র: নৌবৎ বাজিছে বালাখানার উপরে।

বালাপোষ — শয্যাবরণ, এক প্রকার লেপ। ফা. বালা-পোশ্। তুঃ যোগাযোগ: বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছে।

বাস — বস দ্রষ্টব্য।

বাসিন্দা — অধিবাসী। ফা. বাশন্দহ। তুঃ হেম বন্দ্যোপাধ্যায়: বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেশ্যা করে সোর।

বাহ, বাহা, বাহবা, বাহা বাহা — সাবাশ, প্রশংসাসূচক অব্যয়। ফা. ব্াহ বাঃ ব্াহব্াহ। তুঃ মঙ্গলচণ্ডীর গীত: সাত বাজনিয়া বাজনে দিল ঘা। রই ঘরে থাকিয়া সাধু বলে বাহবা॥ পুঃ রবীন্দ্র, কাহিনী: সভার লোকে শুনে অবাক মানে, সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

বাহাদুর — বীর, সাহসী, চতুর। ফা. বহাদুর্। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর নকিব ফুকারে সদা হাজারির তুর। সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥ পুঃ কৃত্তিবাস: রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি। তাকে মারি উদ্ধারহ তবে বাহাদুরি॥

বাহানা — বায়না দ্রষ্টব্য।

বাহার — দৃশ্য, সৌন্দর্য, বসন্তকাল, চমৎকার। ফা. বহার্ — বসন্তকাল। তুঃ মৈ. গীতিকা: আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার। লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার॥ পুঃ ঐ: আগের যৌবন যদি থাকিত আমার। এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার॥ অথবা, চাচা কাহিনী: বাহারে

রেস্তোঁরা। আবার, তারাশঙ্কর, ইস্কাপন : কাপড়খানা অবশ্য বাহারের কাপড়।

বাহাল, বহাল — ঠিক, নিযুক্ত, পুনর্নিযুক্ত। ফা. বা — বহাঃল্। বা এবং হাল দ্রঃ। -তবিয়ৎ — সুস্থ দেহ : তবিয়ৎ দ্রষ্টব্য। পুঃ আ. ঘ. দুলাল : এখানে সাবেক বরাদ্দ বহাল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পুঃ যোগাযোগ : বরপক্ষের ইচ্ছাই বাহাল রইল। অথবা, ঢোঁ. চ. মানস : আট টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে দু'টাকা করে বহালীর জন্য চাপরাসী সাহেবকে দিতে হবে। আবার, ধূপছায়া : আর তোমাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় খুশ এক্তেয়ারে, বহাল তবিয়তে 'কর্তব্য বোধে' 'গণতন্ত্র বাঁচাতে' যোগ দি, সে হচ্ছে অন্য কথা।

বিতারিখ — বতারিখ দ্রষ্টব্য।

বিদা, বিদায়, বেদা — ছুটি, যাওয়ার অনুমতি, দান। আ. বিদা। আদায়-বিদায় — দেনা-পাওনা : আদায় দ্রঃ। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল : ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকা বিদা দিজিয়ে।" পুঃ বিদ্যাপতি : যঞো প্রভু হম পএ বেদা লেব। হমহু সুজনে দোষ রইতে দেব। অথবা, আ. ঘ. দুলাল : পাপকে বিদায় করিতে পারিলে বাঁচি। আবার, যোগাযোগ : তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরু-বাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়-বিদায়।

বিদাৎ, বেদাৎ, -তি — অত্যাচার, ধর্মের সংস্কার। আ. বিদ'অৎ। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর : সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই। বাজারে বিদাতি নাই রাজার দোহাই॥ পুঃ বাউল গান, পাঁচু : বেদাতির রস পান করিলে মৃত্যুহরণ হয় রে। আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে হায়রে॥

বিদায় — বিদা দ্রষ্টব্য।

বিনন্দ — দৃশ্য, দর্শক। ফা. বিনন্দহ। বিপ্রদাস, মনসা বিজয় : আমার বিবাহ আজি তোমার বিনন্দে। জানাইতে আইনু তোমা পরম সানন্দে॥

বিবি — স্ত্রীলোক, ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, তাশ খেলার রাণী। ফা. বীবী। -জান — প্রাণতুল্য স্ত্রী ; জান দ্রঃ। —য়ানা — বিবির ন্যায় ; আনা দ্রঃ। তুঃ পূ. **গীতিকা,** ৩য় ঃ পরানের বিবি আমার উডি কও কথা। বহুত দিন দিয়াছি যে তোমার দিলত বেথা। পুঃ ঈশ্বর গুপ্ত ঃ বিবিজান চলে যান লবেজান করে। অথবা, রবীন্দ্র, প্রজাপতির নিবন্ধ ঃ তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমি এদের সামলাও ঃ আবার, মহানিশা ঃ তোমার মতন বিবিয়ানি খোঁপা বেঁধে দেবে তো ?

বিমজিন, বিমজ্জিন — উদ্দেশ্যে। ফা. ব- ; আ. মূজিব্। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ অত্য রোকা বিমজিন পঞ্চানন বাগিতি মারফৎ ··· দুই সের তণ্ডুল পাঠাই॥

বিমা, বীমা — আকস্মিক ক্ষতির পূর্তি সাধন উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ কিস্তিভাবে দেয় টাকা। ফা. বীমহ্। যেমন, জীবন-বীমা।

বিমার — বেমার দ্রষ্টব্য।

বিয়াকুব — বেকুব দ্রষ্টব্য।

বিয়াবান, বেয়াবান — জলশূন্য নির্জন স্থান, মরুভূমি। ফা. বী — না-বাচক উপসর্গ ; -আব্ — জল ; এবং আন্ — স্থানবাচক প্রত্যয়। তুঃ মালে মহম্মদ ঃ

এই ভাবে দেশ ছেড়ে আসি আমি বাগাপুরে
ছিল জাগা বড় বিয়াবান।

বিরান — নির্জন। আ. বৃইরান্ ঃ অয়রান দ্রঃ। তুঃ কাজি আবদুল ওদুদ ঃ রোজ বহুলোক মরছে, মুল্লুক বিরান হয়ে গেল।

বিরানা — অপরিচিত ব্যক্তি, ভিন দেশীয় লোক। বেরুনিয়া দ্রষ্টব্য। তুঃ শিবায়ন ঃ বিরানার বাছা বলি বাস নাহি মনে। পুঃ অ. কু. সেন, নুরবানু ঃ বিরানা পর-পুরুষের ঘরে কি করে থাকতে পারে সমর্থ বয়সের মেয়ে ছেলে ?

বিলকুল, বেলকুল — সম্পূর্ণভাবে। আ. বিল্‌কুল্‌ (বি-অল্‌-কুল্ল্‌)। তুঃ তারাশঙ্কর, মাটি ঃ বিলকুল কথা বলো — "অব হুজুর বিচার কিজিয়ে — ইয়ে জমিন কিস্‌কা হ্যায়?"

বিলদার — বেলদার দ্রষ্টব্য।

বিলাত — অনাদায়। ফা. ব; আ. লা (না); আ. অদা (আদায় দ্রঃ)। যেমন, বিলাত বাকী — বাকী যে-সকল টাকা আদায় হয় নাই ঃ বাকী দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ ইহার মধ্যে বিলাত আদায় করিলাম তিন হাজার তুই সও ছেয়াশী টাকা।

বিলাত, বিলায়ৎ, বিলেত — জন্মভূমি, যে কোন দেশ, বিদেশ (বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড বা ইয়োরোপ)। আ. ব্‌লয়ৎ — জন্মভূমি, প্রদেশ। তুঃ মাধবাচার্য, চণ্ডীকাব্য ঃ কালকেতু বলে চর বলিরে তোমারে। বসিতে বিলাত কেহ না দিছে আমারে॥ পুঃ মা. চ. রাজার গান ঃ রাণী বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর। এই নিবেদন করি তোমার বরাবর॥ অথবা, আ. ঘ. তুলাল ঃ তাহারা বিলাতে অতি সামান্য লোক, কিন্তু কুঠিতে শাজাদার চেলে চলে। আবার, রাজসিংহ ঃ অশ্বারোহী যুবা পুরুষ — দেখিয়া আহেলে বিলায়ৎ মোগল বলিয়া বোধ হয়। বা, সা, বি. গোলাম ঃ না বাবু, — না, — সাহেব বিলাইত চলে যাবে কাল। —বিলেত? ননীলাল বিলেত যাবে? পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা। অথবা, অপসরণ ঃ যেমন হয়েই থাকে বিলেতে এসে ভারতের ছেলেরা।

বিলাদ — দেশসমূহ। আ. বিলাদ্‌ ঃ বিলাত দ্রঃ। তুঃ গোপীচন্দ্রের গান ঃ কেনে যম কান্দিস জংলানি করিয়া। বিলাদ হৈতে যদি আচ্ছিস চলিয়া॥

বিলাবন্দি — অব্যবস্থাজনিত। ফা. ব; আ. লা (না); ফা. বন্দী (ব্যবস্থা) ঃ বন্দী দ্রঃ। চি, প. স. চিত্র ঃ সাম্প্রতিক বিলাবন্দীর গোলামাল যাইতেছে — ইহাতেই কোন কাজ হইয়া উঠে নাই।

বিলায়েত, বিলেত — বিলাত দ্রষ্টব্য।

বিস্‌মল্লা, বিস্‌মিল্লা — ভগবানের নামে। আ. বিস্‌মিল্লাহ। তুঃ বিস্‌মিল্লায় গলদ দ্রঃ। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ আমি হীন মূর্খ অতি নাই তালমান। বিস্‌মিল্লা বলিয়া এখন সুরু করি গান। অথবা, বিপ্রদাস, মনসাবিজয় ঃ

জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বসমিল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।

বিস্তর — বেশ দ্রঃ।

বিহন্দ — বন্দ দ্রষ্টব্য।

বিহিদানা — এক প্রকার বীজ (ঔষধে ব্যবহৃত)। ফা. বিহিদানহ।

বীমা — বিমা দ্রষ্টব্য।

বু — বয় দ্রষ্টব্য।

বুখার — বোখার দ্রষ্টব্য।

বুঁচকি — বোঁচকা দ্রষ্টব্য।

বুৎ — ভূত দ্রষ্টব্য।

বুনিয়াদ — বনেদ দ্রষ্টব্য।

বুবু — বড় বোন। ফা. বূবূ। -জান — প্রাণপ্রিয় বড় বোন ঃ জান দ্রঃ।
তুঃ হাসু ঃ বুবুর রোয়া কুমড়া গাছে ফুল ফুটেছে আজ,
বুবুর মোরগ বোল শিখেছে দুলিয়ে পাখার সাজ।
পূঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ পায় আলতা চোখে কাজল
খোঁপাটি বাঁধিয়া লো বুবুজান
আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া।

বুরকা, বোরকা — মেয়েদের অঙ্গাবরণ, মুখাবরণ, ঘুমটা। আ. বু'ক্'অ।
তুঃ বেলাশেষের গান (দিল্লীনামা) ঃ
লোদির দত্ত বোরকা তোমার
কে জানে সে কোন্ ধূলায় কাঁদে?

বুরহান — বারান দ্রষ্টব্য।

বুরাক, বরাক — দৈব উৎসাহ বা প্রেরণা-দাতা; পয়গম্বর মহম্মদের স্বর্গীয় অশ্ব। আ. বুরাক্। তুঃ কাশীরাম, মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব): বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার। কোন বা বরাক এই দেবকী কুমার॥

বুরুজ — বরজ দ্রষ্টব্য।

বুলন্দ — মহৎ, শ্রেষ্ঠ। ফা. বুলন্দ। তুঃ জিঞ্জির: কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ। দুজনার হবে বলন্দ নসীব, লাখে-লাখে হবে বদ-নসীব॥

বে — না-সূচক উপসর্গ। ফা. বী। যেমন, বে-অকুফ। -অকুফ, বেকুফ, বে-অকুব, বেকুব, বেয়াকুব, বে-ওকুফ, বিয়াকুব — বোকা, বুদ্ধিজ্ঞানশূন্য। আনা, -ই — বোকামী, বুদ্ধিজ্ঞানশূন্যতা। আ. বক্‌ফ্: অকুব দ্রঃ। তুঃ বাউল গান: যে জন বেকুব তার বেকুবানা কই গেল। মন-বেকুব পরের ভোলে ঘরে বাতি নিভাল॥ খুঃ অপসরণ: রোগের জড় মারতে গিয়ে রোগীর ধড় মারতে যাওয়া বেকুবি।

-আইন — অনিয়ম, বিধি-বিরুদ্ধ। আইন দ্রঃ। তুঃ লীলাবতী: তাঁর একজন ইনিস্পেক্টার বেয়াইনি একজন ব্রহ্মচারীকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করছে।

-আক্কেল, বেয়াক্কেল, বেক্কল — বোকা। আক্কেল বা আকল দ্রঃ। তুঃ মহনিশা হ্যাঁ গা, তুমি কেমন ধারা বে-আক্কেলি মেয়ে বাছা।

-আদব, বেয়াদপ — অভদ্র। আদব দ্রঃ। তুঃ গল্পগুচ্ছ (দালিয়া): যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।

-আন্দাজ, বেয়ান্দাজ — অতিরিক্ত, সীমাবহির্ভূত। আন্দাজ দ্রঃ। তুঃ চি. প. স. চিত্র: আচার ব্যবহার বে-আন্দাজ করিতেছে।

-আব্রু — লজ্জাহীন, অসম্মান, বেপর্দা। আব্রু দ্রঃ। তুঃ য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রী: কিন্তু আমাদের মতো বিদেশী লোকের পক্ষে বে-আব্রু বেআদবিটা বোঝা একটু শক্ত।

-আরাম, বেরাম, ব্যারাম — রোগ, নিরানন্দ। আরাম দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, প্রজাপতির নির্বন্ধ: খুব আরাম। কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

-ইক্তিয়ার — বে-এক্তার দ্রষ্টব্য।

-ইজ্জত — অসম্মান, অবমাননা। ইজ্জত দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ হয়রান পেরেসান বে-ইজ্জতে মরি।

— ইমান — অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক। ইমান দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ বাঙ্গালিরা বড় বেইমান ও দাঙ্গাবাজ। পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি। মিছা লয়ে ফির বেইমানি হিন্দুয়ানী॥

বেউস — বে-হোস দ্রঃ।

বেউস্যা, বেশ্যা — বরনারী, গণিকা। ফা. বী এবং আ. সিব্া — প্রভেদ, ভিন্নতা; অর্থাৎ, যে নারী-গৃহে অবারিত দ্বার। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ

আইলে নৃপতি-কাজে রহিলে পাসরি ব্যাজে
বেউস্যা জনার অভিলাষে।

পুঃ সধবার একাদশী ঃ তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে?

— একতার, - এক্তেয়ার, - ইক্তিয়ার — শক্তির বাহিরে, অযত্নে। এক্তার দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ হাবসী (রাজ) সে-শাল পেয়ে খুশীর তোড়ে বে-এক্তেয়ার। পুঃ শরৎচন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ জ্বর আর হলো না বটে কিন্তু দেহটা এখনো ভারি বে-এক্তার হয়ে রয়েছে।

-একরার — কোন চুক্তি ব্যতিরেকে। ইকরার দ্রষ্টব্য।

-এতফাক — অসঙ্গতি, শত্রুতা। এতফাক দ্রষ্টব্য।

-ওআকিফ — অজ্ঞাত, নির্বোধ। ওআকিফ দ্রঃ।

-ওকুব — বে-অকুফ দ্রঃ।

ওজর — বিনা-আপত্তি। ওজর দ্রঃ।

ওতন — ঘরছাড়া, দেশছাড়া। ওতন দ্রঃ। তুঃ চি. পা স. চিত্র ঃ.... এক এতফাক হইয়া আমাকে জেরবার ও জমীদারি হইতে বেওতন করিবার নিমির্ত্তে খেলাফ লালীষ করিয়া না-হক তষুদী দিতেছেন।

— ওফা — অবিশ্বাসী, অকৃতজ্ঞ। ওফা দ্রষ্টব্য।

বেওয়া — বিধবা। ফা. বীব্হ। তুঃ হেম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া বেস্যা করে সোর। পুঃ হু. প্যাঁ নকশা ঃ বেওয়ারিশ বেওয়া মলে এঁরাই তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন।

বে-ওয়ারিশ — উত্তরাধিকার-বিহীন। ওয়ারিশ দ্রঃ। তুঃ রবীন্দ্র, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম : সেখানকার সমাজ বেওয়ারিশ ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটা গাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে।

-কবুল — অস্বীকার। কবুল দ্রঃ। তুঃ চতুরঙ্গ : ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়।

-করার — চুক্তিহীন। করার দ্রঃ।

-কস — অসহায়, অপরিচিত, সাধারণ (মানুষ)। ফা. বী-কস্। তুঃ সৈ. হামজা, হাতেম তাইর কেচ্ছা : কাছে যদি না থাকে ভাই বেকছ আওরত। না করিবে আপনা জরুকে মহব্বৎ॥ পুঃ কল্‌কেতার হাটহদ্দ : কত কশাই কালী, কত মহাদেব ও কত বেকস দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো, বছর বছর তার একখানি ডিরেক্টরী না করে রাখিলে, তর্জমা করে বুঝানো যায় না।

-কসুর — নির্দোষ, নিরাপরাধ। কসুর দ্রঃ। তুঃ সধবার একাদশী : তাহলে উনি বেকসুর খালাস পাবেন।

— কাবু — দুর্বল, অসহায়। কাবু দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য : আদালতে বিস্তর সাহেবকে তিনি বহুবার বেকাবু করেছেন।

— কায়দা — অসুবিধা, নিয়ম বহির্ভূত। কায়দা দ্রঃ। তুঃ অপসরণ : সুধী বেকায়দায় পড়ল, সহসা মুখের মত জবাব খুঁজে পেল না।

— কার, - গার — কাজহীন, চাকুরিহীন। ফা· বী-কার্। তুঃ রামপ্রসাদ, বিদ্যাসুন্দর : সহরে পড়িল বড় বেগারের ধূম। পুঃ অপসরণ : জনসাধারণকে পরস্পরের দ্বারা উজার করিয়ে বেকার সংখ্যা নির্মূল করলেও চলে।

বেকুব — বে-অকুব দ্রঃ।

বে-খেয়াল — চিন্তা না করিয়া। খেয়াল দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য : "বক্সওয়ালাদের" নিয়ে আমিও বেখেয়ালে আর পাঁচজনেরই মত ছোটখাটো ঠাট্টারসিকতা করেছি, কিন্তু যখনি তলিয়ে দেখেছি, তখনি মনের ভিতর লজ্জা পেয়েছি।

বেগ — মুগল উপাধি, সম্মানিত ব্যক্তি। ফা. বইগ্। স্ত্রীলিঙ্গে বেগম ঃ ফা. বইগম্।

বেগর — বগায়ের দ্রঃ।

বেগর, বেগার, ব্যাগার — অনর্থক, বিনা বেতনে কাজ। - ই — কর্মহীন ব্যক্তি। ফা. বী-গার্ ঃ বেকার দ্রঃ। তুঃ নারায়ণ দেব ঃ বেগর দোষে কৈল মোরে পঞ্চ অবস্থা। আমারে ছাড়িয়া প্রভু তুমি গেলা কোথা॥ পুঃ অন্নদামঙ্গল ঃ

নানা গুণ জানি যারে তারে জানি
বেগার খাটিতে জান।

অথবা, বা. প্রবাদ ঃ বেকারের চেয়ে বেগার ভাল। আবার, ঈশ্বর গুপ্ত ঃ মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার। বা, ঘনরাম, একাযুত বেলদার বেগারী আগে ধায়। উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥

বে-গানা, বেগনা — অপরিচিত, অনাত্মীয়। ফা. বী-গানহ। তুঃ পূ. গীতিকা, ৪র্থ ঃ আমি গেলে আমিনার হবে রোষ। তাহার বেগানা হইলাম নছিবের দোষ॥ পুঃ সোনার তরী, সুচনা ঃ বাংলা দেশকে তো বলিতে পারি না বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি সুর চিনি। অথবা, ময়নামতীর গান ঃ আপনা পতির সঙ্গে করিয়া প্রণতি। বেগনা পুরুষের সঙ্গে ভুঞ্জিতেছে রতি॥

— গার — বেকার দ্রঃ।

— গুনা — পবিত্র, নির্দোষ। গুনা দ্রঃ।

— চা — বেজা দ্রঃ।

— চারা — অসহায়। চারা দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ সে বেচারা জানতো না যে তার জন্যে এদিকে বোমা তৈরী হয়েছে, অচিরাৎ ফেটে চৌচির হবে।

— জা, - জায়, বেচা — অত্যধিক, অনুপযুক্ত। জা দ্রঃ। তুঃ জোড়া সাঁকোর ধারে ঃ একটির কথা বলি, স্কুলে যেতে তারও ছিল বেজায় আপত্তি। পুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ ইহার কাজিয়ার বুনিয়াদ বেচা নহে।

— জার — অসুখী। ফা. বী-জার্। তুঃ রজনী সেন ঃ নগদে চাই তিনটি হাজার। তাতেই আমার গিন্নী বেজার॥ পুঃ আবদুল ওদুদ ঃ হক কথায় আহাম্মক বেজার।

— জৌলস — আড়ম্বরহীন। জৌলস দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ কিন্তু হাবসী সিঙ্গির যে তসবীর আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল, তার তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলস, বে-রৌশন।

— তদবীর — অনাদর, পর্যালোচনার অভাব। তদবীর দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ কিন্তু মকদ্দমাটি যেন বেতদবিরে যায় না।

— তমিজ — অভদ্র আ. তমিজ্‌ — শিক্ষা, বিচার। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বে-তমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

— তর, - তরা, - তোরো — অস্বাভাবিক, অনুপযুক্ত, অন্যায়। তরা দ্রঃ। তুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ ঠকচাচা মুখ হাঁ করিয়া বেতর নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পুঃ মু. গু. জীবন চরিত ঃ হোম সাহেবের মেজাজ-মরজি কিছু বেতর। অথবা, হু. প্যাঁ. নক্‌শা ঃ আদবোড়ো বেতোরো মর্নিংওয়াকে বেরুচ্চেন।

— তরিক — বেপথ, পথভ্রষ্ট। তরিক দ্রঃ। তুঃ বাউল গান ঃ

এ দীন রসিক বলে বেতরিক
সে আউল-বাউল-নেড়া।

— তরিবৎ — অশিক্ষিত। তরিবৎ দ্রঃ। তুঃ সধবার একাদশী ঃ ছেলেটি বেতরিবৎ নয়।

— তাকৎ - তাগদ — শক্তিহীন, দুর্বল। তাগদ দ্রঃ। তুঃ চাচা কাহিনী ঃ কিন্তু হাবসী সিংগীর যে তসবীর মনের ভিতর আঁকা ছিল, তার তুলনায় বে-দাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌশন।

— তোরো — বেতর দ্রঃ।

— দখল — অধিকারচ্যুতি। দখল দ্রঃ।

বেদড়া — বেয়ারা দ্রষ্টব্য।

বে-দম — শ্বাসশূন্য, দম না ফেলিয়া, অত্যধিক। দম দ্রঃ। তুঃ দ্বিজেন্দ্র রায় ঃ বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে মরিয়া। পুঃ কালান্তর (সমস্যা)

আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলেও নিজকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘটলে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে।

- দরদ, - ঈ — নিষ্ঠুর, নির্দয়। দরদ দ্রঃ। তুঃ তীর্থংকর : কিন্তু তিনি আমাকে ভিন্নরুচি ভিন্নপন্থী ভিন্নধর্মী এমন কি বেদরদী জেনেও কই তাঁর গভীর নির্মল স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন নি তো !

- দস্তুর — রীতিবিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক। দস্তুর দ্রঃ। তুঃ যোগাযোগ ঃ তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছা বিদায় করে দেবে, নাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর।

বেদা — বিদা দ্রঃ।

বেদাড়া — বেয়ারা দ্রঃ।

বেদাৎ — বিদাৎ দ্রঃ।

বেদানা — এক প্রকার ডালিম। ফা. ব-দানহ -- বীজযুক্ত (আনার)।

বেদানা — বীজহীন। দানা দ্রঃ।

- দানা — অজ্ঞান, বিবেচনাহীন। দানা দ্রঃ।

-দিন, -দীন — বিধর্মী। দীন দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ কাফের বাঙ্গালী হিন্দু বেদীন ব্রাহ্মণ। তাহারে রাজাই দিতে না লয় মন॥

বেদিয়া — বাদিয়া দ্রঃ।

বে-দিল — নিষ্ঠুর, নিরুৎসাহ। দিল দ্রঃ। ঘনরামঃ বিরস বচন বলা উপযুক্ত নয়। রাজা বড় হটিল, বেদিল পাছে হয়॥

বেদুইন — বাদিয়া দ্রঃ।

বে-দেরেগ — ইতস্ততঃ না করিয়া, নির্দয় ভাবে। ফা, বী+আ. দরীঘ্ — দুঃখ। তুঃ আবদুল ওদুদ ঃ বেদেরেগ চালাও গুলি।

বেনা — দৃষ্টি, হেতু। ফা. বীনাঈ — দৃষ্টিশক্তি। তুঃ আবদুল ওদুদ ঃ তুমি যে এমন জোর জবর করছ এর বেনা কি ?

বে-নামদার, -নামা — নামবিহীন, অন্যের নামে। ফা. বী-নামহ ও -নামদার। তুঃ সু. সেন, ব. দাসের পদাবলী ঃ কিন্তু এই বেনামদার কবি-যশ-প্রার্থীদের পক্ষে বলবারও কিছু আছে। পুঃ আ. ঘ. দুলাল ঃ অবশেষে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গা ঢাকা দেয়।

- নিয়াজ, — নেয়াজ — অভাবহীন, স্বাধীন। নিয়াজ দ্রঃ।

- পরদা — লজ্জাহীন, বে-আব্রু। পরদা দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহ ঃ অতএব ফতেমা বিবি বেপরদা না হইয়াও দরিয়া বিবির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

- পরোয়া — নির্ভয়, সাহসী। পরোয়া দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ জিপ্‌সীর মতো বেপরোয়া, জিপ্‌সীর মত চালচুলোহীন।

- বন্দোবস্ত—অগোছাল। বন্দোবস্ত দ্রঃ। তুঃ কমলাকান্তের দপ্তর ঃ বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত — কেহ সর্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না, কেহ শুধু সেলামে দেড়মণ লইয়া যাইতেছে।

- বাক — নির্বিশেষ, সকল। ফা· বী· বাক্বী ঃ বাকী দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ ইরসাল বেবাক কর দিব মহাশয়। পুঃ পূ· গীতিকা, ৩য়ঃ ধনদৌলত যৌবন মন পাইবারে বেবাক। আর যত বিবি আছে দিবরে তালাক॥

- বাম — অকূল, আচ্ছাদন বিহীন। ফা· বী এবং বাম্ — ছাদ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ কেহ ডাকে ফিরিস্তারে আল্লাতালায় কেউ। বেবাম দরিয়ার মাঝে উডিল বিষম ঢেউ॥

- মক্কা· — মোকা — আশ্চর্য, রীতিবিরুদ্ধ। মোকা দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, “না তো”। পুঃ চাচা কাহিনী ঃ মারিয়ার অবশ্য এই বেমোকায় ‘হের ডক্টর’ বলার উদ্দেশ্য ছিল।

বেমার, বিমার — অসুখ, রোগ। ফা· বীমার্। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ বেমার রোজ জেয়াদা মালুম হচ্ছে। পুঃ পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ এইরূপে কিছুদিন গত হইয়া গেল। মনের আগুনে আয়েরা বিমারে পড়িল॥

বে - মালুম — অজানা, জাত না হইয়া। মালুম দ্রঃ। তুঃ রাজসিংহ ঃ কলকব্জা বেমালুম লাগাইয়াছি।

-মেরামত — সংস্কার বিহীন অবস্থা। মেরামত দ্রঃ। তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল ঃ সাত বৎসর ওখানে ফুল বাগান ছিল, বেমেরামতে গিয়াছে। পুঃ রবীন্দ্র, চিঠিপত্র ঃ সে বাড়ী অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়।

-মোকা — বে-মক্কা দ্রঃ।

বেয়াকুব — বেকুব দ্রঃ।

বেয়াবান — বিয়াবান দ্রঃ।

বেয়ারা, বেদড়া, বেদাড়া, ব্যাদড়া — বিপথগামী, কদর্য। ফা. বী + রাহ — পথ ; অথবা, ফা. বদ্ — খারাপ, এবং রাহ। তুঃ হু. প্যাঁ. নক্শা ঃ ছোঁড়া গোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকি কেটে নেই। পুঃ ঐ ঃ আরো দুচারজন বেণে বড় মানুষ ও ব্যাদড়া বনেদী বাবুরা ভিতরে এসে বাবুর সঙ্গে জুটে গেলেন। অথবা, আ. ম. খাঁ, রংবাহার ঃ এক হাতে লয়ে শির আর হাতে খাঁড়া। চলিল যোগীর পানে আওরৎ বেদাড়া॥ আবার, জোড়া সাঁকোর ধারে ঃ "তবে রে ব্যাদড়া ছেলে, বলবিনে ?"

-রঙ্গ — রঙ্গ বিহীন। রঙ্গ দ্রঃ।

-রহম — নিষ্ঠুর, দয়ামায়াশূন্য। রহম দ্রঃ। তুঃ নজরুল ঃ সে তত হাসছে আর বলছে, "মিথ্যুক, মিথ্যুক, বেরহম।"

বেরাদর — ভাই, ভ্রাতাদি আত্মীয়। ফা. বিরাদর (সং ভ্রাতৃ)। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে। পুঃ পূ. গীতিকা, ৩য় ঃ মিলিমিশি পাড়া পড়শী ভাই বেরাদর। ময়দানের মাঝে দিল আয়রার কবর॥

বেরাম — বে-আরাম দ্রঃ।

বে-রিজ — রবখাস্ত, রুটিবিহীন। ফা. বী : আ. রিধ্ক্ — রুটি। তুঃ চি. প. স. চিত্র ঃ সাবেক গোমস্তার বেরিজ হইয়াছে।

-রেওয়া — অনুপযুক্ত। ফা. বী এবং রবা — ঠিক। তুঃ সধবার একাদশী ঃ সকলেই বলে ইনি ভারি বে-রওয়া হাকিম।

বেরুন — বাহির, বাহ্য (কাজ) বর্হিদেশ। ফা. বীরূন্। -ইয়া — বহির্দেশীয়। ফা. -ঈ। যেমন, অল্-বেরূনী (পারস্য দেশের প্রসিদ্ধ ভারতীয় পণ্ডিত)। তুঃ ঘনরাম ঃ প্রকারে পালিল পেট করিয়ে বেরুন। পুঃ ভারতচন্দ্র ঃ

মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুনিয়াগণ,
আইসে তারা নানা দেশ হইতে।

বে-রৌশন — জ্যোতিবিহীন। রৌশন দ্র: তুঃ চাচা কাহিনী ঃ কিন্তু হাবসী সিংগীর যে তসবীর আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল, তার তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌসন।

বেলক — আগাছা খুঁড়িবার যন্ত্র বিশেষ, অস্ত্র বিশেষ। ফা. বীলক্‌। তুঃ ক. ক. চণ্ডী ঃ তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ। পৃষ্ঠদেশে পূর্ণিত তূণেতে যত বাণ॥ পুঃ ঐঃ

মাথায় সুরঙ্গ ডালী তবকী বেলকী ঢালী
পাইক আসে পণে পণে।

বেলকুল — বিলকুল দ্রঃ।

বেলদার, বিলদার — যে খনন করে। ফা· বীল্‌দার্‌। তুঃ ঘনরাম ঃ একাযুৎ বেলদার বেগারি আগে ধায়। উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥ পুঃ ঢো· চ· মানস ঃ এতদিনে তাৎমারা বেলদার হয়ে গেল।

বেলমোক্তা — একসঙ্গে (কাজ করা)। আ· বিল্‌-মুকাত'ইৎ। তুঃ বেলমোক্তা কাজের জন্য এই কয়েকজন মজুর ঠিক করা হলো।

বে-লেহাজ — অভদ্র। লেহাজ দ্রঃ।

বেলোয়ারী — কাঁচের তৈয়ারী। আ· বিল্লব্‌রীন্‌। তুঃ জামাই বারিক ঃ

মাগ্‌গি বেলোয়ারির চূড়ি —
কণ্ঠী বদল ঝুরি ঝুরি।

পুঃ সা. বি· গোলাম : একটা বেলোয়ারী ঝাড়ে সতরোটা মোমবাতি আমিইতো নিজ হাতে জ্বালিয়েছি।

বেশ, -ই — অতি, অনেক, অত্যধিক। ফা· বীশ্‌। -কম — অল্পাধিক ঃ কম দ্রঃ। -তর, বেস্তর (সং বিস্তর) — অধিকতর। ফা· বীশ্‌তর্‌। তুঃ অপসরণ ঃ ইংলণ্ডে আর বেশী দিন নয়। পুঃ চতুরঙ্গ ঃ বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে। অথবা, রাজসিংহ ঃ শাহজাদীর অপেক্ষা আমার নিকট বেশ কিম্মত আর দুনিয়ায় কিছুই নাই। আবার, লীলাবতী ঃ বেস্তর বেস্তর বয়াটে ছেলে দেখেছি, এমন বয়াটে ছেলে বাপের কালে দেখিনি।

বে-শক — নিঃসন্দেহ। ফা· বী; আ· শক্ — সন্দেহ। তুঃ তীর্থংকর ঃ বেশক — মানে যদি শুধু আপনি মুসলমান ভগবানের নাম না নেন। বেশ্যা — বেউস্যা দ্রঃ।

- সরম — লজ্জাহীন। সরম দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ হারামজাদী আমার মুখের উপর এই রকম বেশরম বাৎ বললে।

- সরা — মুসলিম ধর্মরীতি বিরুদ্ধ। শরা দ্রঃ।

- সরাকৎ — ভাগবিহীন, প্রাপ্যাংশ ত্যাগ। সরাকৎ দ্রঃ। তুঃ চি· প. স. চিত্র ঃ তুমি বেসরাকত যেমত ভোগ দখল করিতেছ, তেমতি তোমার পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিবেক।

বেসাত — মূলধন, সঞ্চিত ধন, বাণিজ্য। আ· বিজ্বা'অৎ। - ই — কেনা জিনিষ। তুঃ পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ গাড়া রইছে দালান কোঠা মাল বেসাতি কত যে ভাই। লোকে বলে বহুত মালের লেখাজোখা নাই। পুঃ পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ ঃ

প্রেমের বেসাত করি আমি —
প্রেম বাজারে বেচি কিনি।

অথবা, দেবী চৌধুরাণী ঃ বেসাতির হিসাবটা দিতে পারবে?

বে - সুমার — অগণ্য। সুমার দ্রঃ। তুঃ পূঃ গীতিকা, ৩য় ঃ এই বলি সেই গিরছ কি কাম করিল। বেশুমার ধন দৌলত মনসুরেরে দিল।

বেস্ত — বেহেস্ত দ্রঃ।

বেস্তর — বেশ দ্রষ্টব্য।

বে-হক — অনর্থক, অন্যায় ভাবে। হক দ্রঃ। তুঃ অবিশ্বাস্য ঃ আমাকে এরা বেহক হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।

বেহতর, বেহেতর — অধিকতর ভাল। ফা· বিহতর্। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয় তার তদ্বির দেখ।

বে-হদ্দ — সীমাহীন। হদ দ্রঃ। তুঃ মুকুল-মুঞ্জুরা ঃ মুদিত কুঁদে বাঁধা বাজু বেহদ্দ বাহার। পুঃ কল্‌কেতার হাটহদ্দ ঃ আজ রাত্রিতে বেহদ্দ তামাসা হয়ে যাচ্ছে।

- হায়া — লজ্জাহীন। হায়া দ্রঃ। তুঃ অপসরণ ঃ তুমি ভাববে মেয়েটা কি বেহায়া।

- হাল — দুরবস্থা। হাল দ্রঃ। আবদুল ওদুদ ঃ এত জ্বরে বেহাল হয়ে পড়েছে।

- হিসাব — অমিতব্যয়, অবিবেচনা, হিসাব বিহীন। হিসাব দ্রঃ। তুঃ ভারতচন্দ্র ঃ বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে। পুঃ মহানিশা ঃ কিন্তু সকলেই যদি হিসাবটাকে বাঘ দেখে, তাহলে সংসারে বড় বেশী বে-হিসাবি কাণ্ড ঘটে না কি?

-হুঁস — বে-হোস দ্রঃ।

- হুতি, -হুদা — লাভশূন্য, মিথ্যা। ফা· বী-হুদহ। তুঃ পূঃ গীতিকা, ২য় ঃ পুরীতে লাগিবে তোমার বেহুতি আগুনি। ক্রুদ্ধ হইয়া ধনস্থলে বসিবেন শনি।

- হুরমত — অসম্মান, অবহেলা। হুরমত দ্রঃ। প্রা. বা· পত্র সঙ্কলন ঃ আমার ছাওয়ালকে ধরিয়া ... তিন চারি সও লোক মধ্যে বেহুরমত করিয়া কোথা রাখিল কি করিল তাহার অন্বেসন পাই না।

- হুসিয়ার — অসাবধান। হুশিয়ার দ্রঃ।

বেহেতর — বেহতর দ্রঃ।

বেহেস্ত, বেস্ত, ভেয়স্ত, — স্বর্গ, অতি পবিত্র স্থান, (কদর্থে) অতি খারাপ স্থান। ফা· বিহিশ্‌ৎ। তুঃ মৈ· গীতিকা, তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া। বেস্তের হুরী না গেল বেস্তেতে চলিয়া॥ পুঃ পূ· গীতিকা, ৩য় ঃ কয়বর কুঁড়িয়া মনসুর দেখিবারে পায়। বেস্তের পরি আয়রা সুখে নিদ্রা যায়॥ অথবা, জিঞ্জির ঃ আজিকে এজিদে হাসেনে হোসেনে গলাগলি। দোজখে বেস্‌তে ফুলে ও আগুনে ঢলাঢলি॥ আবার, শূন্যপুরাণ ঃ নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার। বা· পূ· গীতিকা, ২য় ঃ মা বাপেরে যেই জন কঠোর দিব গালি। ভেয়স্ত দেখাই তারে দোজখে দে ঢালি॥

বে-হোস, -হুঁস, বেউস — অজ্ঞান, বুদ্ধিজ্ঞান শূন্য। হোস দ্রঃ। তুঃ মৈ. গীতিকা ঃ পংখী শিকার করবার যায় হইয়া বেউস।

বোঁচকা, বোচকা, বুচকি — পুঁটলী, ছোট বস্তা। ফা· বুগ্‌চহ। তুঃ আ· ঘ· দুলাল ঃ কেহ বোচকা বুচকি বাঁধে। পুঃ গোরা ঃ এই বোঁচকাটির উপর যদি কারও লোভ হয় তবে এটি তাকে দান করে দিয়ে চলে আসব।

বোখার, বুখার — জ্বর, তাপ। আ. বুখার্। তুঃ মরুতীর্থ হিংলাজঃ এই ফল খেলে বোখার পর্যন্ত ছুটে যায়।

বোচকা — বোঁচকা দ্রঃ।

বোড়ে — বড়ে দ্রষ্টব্য।

বোনেদ — বনেদ দ্রঃ।

বোরকা — বুরকা দ্রঃ।

বোরজ — বরজ দ্রঃ।

বোরা — বড় চটের থলে। ফা. বূরা। তুঃ এক বোরা ভর্তি চাল নিয়ে এলো বাজার থেকে।

ব্যস — বস দ্রঃ।

ব্যাগার — বেগর দ্রঃ।

ব্যাদড়া — বেদড়া দ্রঃ।

ব্যারাম — বে-আরাম দ্রঃ।

ব্যাস — বস দ্রঃ।

ঃ ভ ঃ

ভিস্তি, ভিস্তী — জল-বাহক। ফা. বিহিস্তী — স্বর্গীয় বা পরম পবিত্র (কাজ)। তুঃ রবীন্দ্র, জুতা-আবিষ্কার ঃ

তখন ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁকে
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।

ভূত, ভূত, বুৎ — প্রতিমূর্তি। ফা. বুৎ। তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল ঃ নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা। ভূত-পূজা বলি তারে করে বিড়ম্বনা॥ পুঃ বাউল গান, রশীদ ঃ

ভূত-পূজা মোশরেক করে,
মেটে ভূত পূজে মরে।

ভেস্ত, ভেয়স্ত — বেহেস্ত দ্রঃ।

॥ গ্রন্থপঞ্জী নির্দেশ ॥

[পূর্ব-পত্রিকায় উল্লিখিত গ্রন্থাদি ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।]

কালী প্রসন্ন সিংহ, কল্‌কেতার হাটহদ্দ

কাশীরাম দাস, মহাভারত

খনার বচন

গোবিন্দ চন্দ্রের গান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

দাশরথি রায়, পাঁচালী

দীনবন্ধু মিত্র, বিয়ে পাগলা বুড়ো

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গ্রন্থাবলী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ছোটগল্প

পুরুষোত্তমদাস, মনসামঙ্গল

প্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ছোটগল্প

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কপালকুণ্ডলা

বলরাম দাসের পদাবলী (সুকুমার সেন সম্পাদিত)

বিমল মিত্র, ছোটগল্প

মানিক দত্ত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

মান্নান, কাজি আবদুল, আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা

মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

মালে মহম্মদ, আহকামল জোমা

রজনী সেন, গান